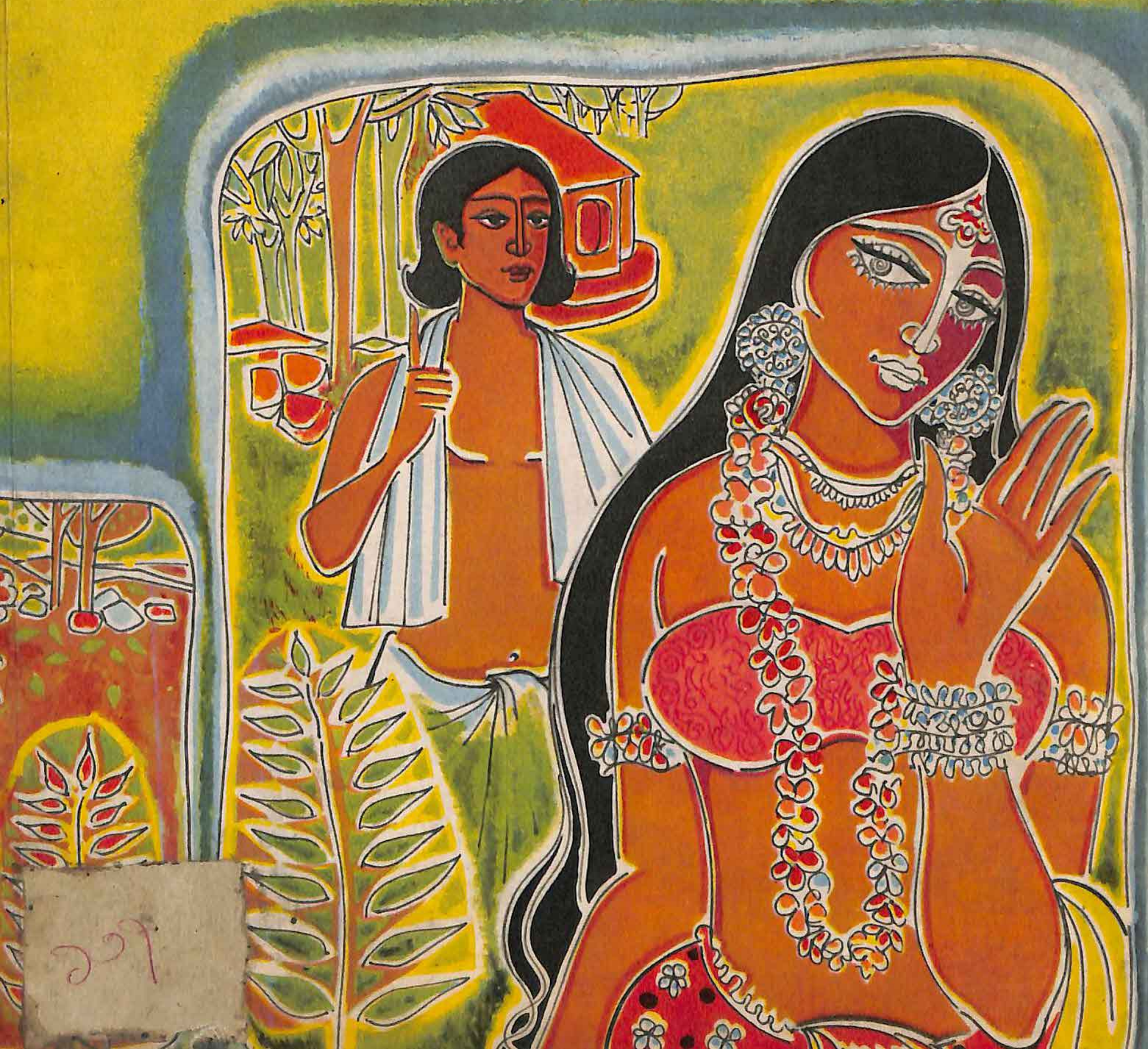
পুরাণের গল্প

তৃতীয় খণ্ড

CHILDREN'S BOOK TRUST • NEW DELHI •



Tales from Indian Classics Book III
First Bengali edition 1986

PURANER GALPA
TRITIYA KHANDA

ISBN 81-7011-346-6

Published by Children's Book Trust, Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi.

পুরাণের গল্প

তৃতীয় খণ্ড

পুনর্কথন : সাবিত্রী

অনুবাদ : শ্রীমতী প্রণতি চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কণ : সুকুমার চ্যাটার্জি



চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট নূতন দিল্লী

সূচীপত্র

ভূমিকা

এটি এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ড। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ছোট বড় সকলেরই যে চিরন্তন কৌতূহল জাগ্রত আছে, প্রথম দু'টি খণ্ডের দ্বারা আমাদের এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল এই বইগুলির মাধ্যমে ছোটদের কাছে সেই সাহিত্যরস পরিবেশন করার যা সাধারণতঃ কোন বই তাদের কাছে পৌঁছে দেবেনা। এই বইগুলিতে মহাভারত ও পুরাণের কয়েকটি গল্প সহজ ভাষায় বলা হয়েছে। তা'ছাড়া এই কাহিনীগুলির প্রতিটিই প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশা করি প্রাচীন ঐতিহ্যের এই জ্ঞান ছোটদের আধুনিক সমাজের পারিপার্শ্বিককে বুঝতে সাহায্য করবে। বহুবার লেখা ও বলা সত্ত্বেও এই গল্পগুলির অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হানি হয়নি।

এই গল্পগুলিকে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যে ভাবেই ধরা যাক না কেন দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটি নীতিকথা নিহিত আছে। এই নীতি হল পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়, মিথ্যার পরাজয় ও সত্যের জয়, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা, দান ও কামনার পরিবর্তে প্রেমের মহিমা প্রকাশ। নীতির সাথে কৌতুক রসের মিশ্রণে এই গল্পগুলি শুধুমাত্র নীতিকথার থেকে সুখপাঠ্য হয়েছে।

আলোচ্য খণ্ডটিতে ছয়টি গল্প আছে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, গল্পের সরসতার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই গল্পগুলিকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। এই তিন খণ্ডেই প্রাচীন সাহিত্যের সব গল্প বলা শেষ হয়নি। আশা করি সেই বৃহৎ ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে এই সিরিজের অন্যান্য খণ্ডগুলিও প্রকাশিত হবে।



কচ ও দেবযানী

পুরাকালে সুরাসুরের যুদ্ধ লেগেই থাকত। দেবতাদের সুর বলা হত আর দৈত্যদের বলা হত অসুর। অসুরেরা ছিল শক্তিশালী। অন্যায় কাজ করতে তারা দ্বিধা করত না। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল খুব শক্তিমান শাসনকর্তা ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজা।

দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে অসুরদের একটি সুবিধা ছিল যে তাদের পক্ষে ছিলেন মহান ঋষি ও আচার্য শুক্রাচার্য। তিনি মৃত লোককে বাঁচিয়ে তোলার "মৃত সঞ্জীবনী" মন্ত্র জানতেন! দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেসব অসুর নিহত হত তিনি এই মন্ত্রবলে তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তুলতেন।

দেবতাদের পক্ষে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এই মন্ত্র জানতেন। তাঁদের প্রধান পরামর্শ দাতা, বৃহস্পতির কাছে তাঁরা সাহায্য চাইলেন। বৃহস্পতি তাঁদের বললেন, "আমি তো মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিনা, একমাত্র শুক্রাচার্যই এই মন্ত্র জানেন। কাজেই তাঁর কাছ থেকে এই মন্ত্র শিখতে হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে হবে।"

দেবতারা বললেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যে এই দুরূহ কাজটি করতে পারে। তবে আমাদের মনে হয় আপনার পুত্র কচই হবে এই কাজের উপযুক্ত।"

বৃহস্পতি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে কচই যাবে।"

দেবতারা কচকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কচ তাঁদের একটি কাজ করে দিতে পারবে কিনা! দেবতারা তাঁকে বললেন, "কচ, তুমি যাও শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর, যতদিন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখতে লাগবে ততদিন তাঁর কাছে থাকবে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করবে। তাঁর একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, নাম তার দেবযানী। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তা' হলেই তোমার উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা হবে।"

এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, দেবতাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে কচ, দেবতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুক্রাচার্যের আশ্রমে গেলেন।

মহান ঋষি তাঁকে যোগ্য অভ্যর্থনা করলেন।

"হে আচার্য শ্রেষ্ঠ, আমি বৃহস্পতিপুত্র কচ। আপনার পদপ্রান্তে বসে জ্ঞানলাভের জন্য আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।"



"যদি তুমি বৃহস্পতিপুত্র কচ হও তবে এমন কোন্ বিদ্যা তুমি আমার কাছে শিখবে যা তোমার পিতা তোমায় শেখাতে পারেন না?" শুক্রাচার্য কচকে প্রশ্ন করলেন। "যাই হোক্, তুমি আমার কাছে জ্ঞান লাভের জন্য যখন এসেছ, তখন আনন্দের সঙ্গে আমি তোমায় সাধ্যমত সর্বপ্রকার সাহায্য করব।"

"আমি এখন থেকে আপনার সেবা করব।"

"তোমাকে কোন গুরু পরিশ্রম করতে হবে না। তুমি বন থেকে আমার পূজার ফুল আনবে, যজ্ঞের কাঠ জোগাড় করে আনবে ও আমার গাভীদের দেখাশোনা করবে ; তাদের গোচারণের মাঠে নিয়ে যাবে ও তাদের খাওয়া হ'লে তাদের আবার আশ্রমে ফিরিয়ে আনবে। এই সব কাজ করলে আমার পূজার কাজে যথেষ্ট সাহায্য হবে।" শুক্রাচার্য কচকে বললেন।

"আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমি করব," কচ শুক্রাচার্যকে উত্তর দিলেন।

এরপর কচ শুক্রাচার্যের আশ্রমে বাস করতে শুরু করলেন। কচের অচলাভক্তি ও অক্লান্ত সেবায় শুক্রাচার্য তাঁর উপরে প্রসন্ন হলেন। কচ সুন্দর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। দেবযানী যে কচকে প্রথম থেকেই ভালবাসেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কচ ছিলেন ছাত্র, তাঁর পক্ষে দেবযানীর ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও কচ দেবযানীকে পছন্দ করতেন এবং তাকে বন্ধুর মত দেখতেন। কচ তার জন্য ফুল ও ফল আহরণ করতেন এবং তাঁকে গৃহকাজে সাহায্য করতেন। কখনো বা তারা একসাথে বনে ঘুরে বেড়াতেন আর কখনো দু'জনে মিলে নাচ গান করতেন।

কিছুদিনের মধ্যে অসুরেরা জানতে পারল কচ কেন শুক্রাচার্যের আশ্রমে বাস করছেন। তারা চাইত না দেবতারা তাদের গুপ্ত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে নেন। তাই তারা ঠিক করল কচকে চিরদিনের মত শুক্রাচার্যের আশ্রম থেকে দূর করে দেবে। কিন্তু কচকে হত্যা করা ছাড়া তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

একদিন কচ যখন গরুদের চরাতে বনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, অসুরেরা তাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে কচের শরীর পেলে শুক্রাচার্য তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। তাই তারা কচের শরীর খণ্ড বিখণ্ড করে কেটে নেকড়ে ও শিয়ালদের খাইয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় দেবযানী কচের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। গরুগুলো ফিরে এ'ল কিন্তু কচ এ'ল না। কচ ফিরে না আসায় দেবযানী ব্যাকুল হয়ে, তার পিতাকে বলল "পিতা, সূর্য অস্ত গিয়েছে, গাভী সকল ফিরে এসেছে কিন্তু কচ ফিরে আসেনি। হয় সে পথ হারিয়েছে, না হয় তার মৃত্যু হয়েছে। পিতা! আমি কচকে ছেড়ে থাকতে পারব না, আপনি ওঁকে ফিরিয়ে আনুন।"

শুক্রাচার্য কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, কচের কি হতে পারে! তিনি বুঝতে পারলেন কচ মৃত। তিনি দেবযানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি কচকে বাঁচিয়ে তুলব।" এই কথা ব'লে তিনি মনে মনে গুপ্ত মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করলেন।

মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গেই কচ তাঁর গুরুর সামনে উপস্থিত। দেবযানী তাঁকে



দেরী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কচ বললেন, "অসুরেরা আমাকে হত্যা করে আমার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে নেকড়ে ও শেয়ালদের খাইয়ে দিয়েছিল। যখন তোমার পিতা মহান্ ঋষি আমাকে ডাকলেন আমি নেকড়ে ও শেয়ালদের দেহ ভেদ করে তোমাদের সামনে হাজির হলাম।"

কচ আবার আগের মত শুক্রাচার্য ও দেবযানীর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। অসুরেরা কিন্তু চুপ করে থাকল না। একদিন বনে ফুল তোলবার সময় কচ অসুরদের হাতে ধরা পড়লেন। তারা তাঁকে হত্যা করে তার দেহ পিষে মণ্ড বানিয়ে, সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিল।

কচ ফিরে না আসায় দেবযানী আবার ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সে তার পিতাকে জানাল যে কচের অনুপস্থিতিতে তার বাঁচবার কোন ইচ্ছা নেই। শুক্রাচার্য তাঁর মন্ত্রের সাহায্যে আবার কচকে বাঁচিয়ে তুললেন।

অসুরেরা বার বার ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ল।

তারা তখন মতলব আঁটল যে তারা কচের দেহ এমনভাবে সরিয়ে ফেলবে যে শুক্রাচার্য আর কিছুতেই তাকে আর বাঁচাতে না পারেন।

অসুরেরা তৃতীয়বার কচকে বন্দী করল। তাঁকে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলল। আগুন নিভে যাবার পর তারা সেই দেহের পোড়া ছাই সংগ্রহ করে শুক্রাচার্য যে সুরা পান করেন তাতে মিশিয়ে দিল।

কচকে আবার নিখোঁজ দেখে দেবযানী তার পিতাকে বলল, "পিতা কচ বনে জ্বালানী কাঠ আনতে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। সে নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছে অথবা মারা পড়েছে।"

শুক্রাচার্য ধ্যানে বসলেন। ধ্যান ভাঙ্গার পর দেবযানীকে বললেন "হ্যাঁ কচ মারাই পড়েছে তাকে বাঁচিয়ে তোলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। আমি এখন কিছুই করতে পারব না। আমি তাকে যতবার বাঁচিয়ে তুলি তাকে ততবারই হত্যা করা হয়। দেবযানী, তুমি দুঃখ করোনা বা এজন্য কেঁদনা। তোমার একজন মরণশীল জীবের জন্য দুঃখ করা উচিত নয়। দেবতারাও তোমার সৌন্দর্যের কথা বলেন। হয়তো তাঁদের কেউ তোমাকে বিয়ে করতে চাইবেন।"

"যাকে ভালবাসা যায় তার মৃত্যুতে দুঃখ হবেই। কচ একজন সুন্দর ও মহৎ যুবক। কোন দেবতাই তাঁর মত হতে পারেন না। পিতা, আমি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তাঁকে অনুসরণ করব।"

শুক্রাচার্য কন্যার কথা শুনে দুঃখিত হলেন। অসুরদের উপর তাঁর ক্রোধও হল যে তাঁর আশ্রমবাসী তাঁরই একজন শিষ্যকে তারা হত্যা করেছে। দেবযানীর অনুরোধ, কচকে বাঁচাতে হবে, তাই তিনি ডাক পাঠাতে শুরু করলেন মৃত্যুলোকে।

কচ তাঁর পেটের মধ্য থেকে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি কচ, অসুরেরা আমাকে হত্যা করে আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে আপনি যে সুরা পান করেছেন তার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। প্রভু। আমাকে দয়া করুন। আমাকে আপনার পুত্র বলে জানবেন কারণ আমি এখন আপনারই অংশ।"

শুক্রাচার্য তখন দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি আর এখন কি করতে পারি? কচ আমার শরীরের মধ্যে আছে। এখন কচ অথবা আমি বেঁচে থাকব। এরপর আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারি না।"

"পিতা, কচ জীবিত না থাকলে আমিও মৃত্যুবরণ করবো, আর আপনি দেহত্যাগ করলেও আমি বাঁচব না।"

শুক্রাচার্য তখন সমস্যায় পড়লেন। তিনি কচকে বললেন "কচ, তোমার-ই জয় হ'ল। দেবযানী যখন তোমাকে এত পছন্দ করে, আমি তোমাকে গুপ্ত "মৃতসঞ্জীবনী" মন্ত্র দান করব। তুমি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই মন্ত্র আমার দেহে প্রয়োগ কোরো।"

শুক্রাচার্য কচকে সেই গুপ্তমন্ত্র শিখিয়ে তাঁকে তার পেটের ভিতর থেকে বার হয়ে আসতে আদেশ করলেন। কচ তার পূর্ণ মহিমায় গুরুর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন গুরুদেব মৃত। তার দেহ পড়ে আছে। কচ তৎক্ষণাৎ তাঁর নতুন শেখা মন্ত্রবলে গুরুদেবকে বাঁচিয়ে তুললেন!

এখন কচ শুক্রাচার্যের দেহজাত তাই তাঁকে পিতা সম্বোধন করলেন ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন।

আরও কিছুদিন গুরুর আশ্রমে কাটিয়ে কচ তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন ও দেবলোকে ফেরার অনুমতি চাইলেন।

শুক্রাচার্য কচকে অনুমতি দিলেন। সে এখন আশ্রম ত্যাগ করে দেবলোকে ফিরে যেতে পারে। কচকে আশ্রম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত দেখে দেবযানী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি আশ্রম ত্যাগ করে যেও না। তুমি জান তোমার ছাত্রাবস্থা থেকে আমি তোমাকে ভালবাসি। এখন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমার ভালবাসার প্রতিদান দাও, আমাকে বিয়ে কর।"

"দেবযানী, আমি তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করি। তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, কিন্তু তুমি আমার বোন। আমরা দু'জনেই তোমার পিতার দেহজাত। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তা হ'ল বোনের প্রতি ভায়ের ভালবাসা।"

"কচ, তুমি মহৎ আমি তোমাকে ভালবাসি। মনে রেখো শুধু আমার ভালবাসা তোমাকে তিনবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তোমাকে ভাল না বাসলে আমি তা করলাম কেন? আমাকে ছেড়ে যেও না, আমাকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করো, কচ।"

"দেবযানী, আমি যদি তোমার প্রস্তাবে রাজী হই তবে পাপ কাজ করা হবে। আমরা ভাই বোন রূপে আনন্দে দিন কাটিয়েছি। আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধই থাকুক। আমি তোমায় জোর গলায় বলতে পারি যে কোন পাপ কাজই আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না।"

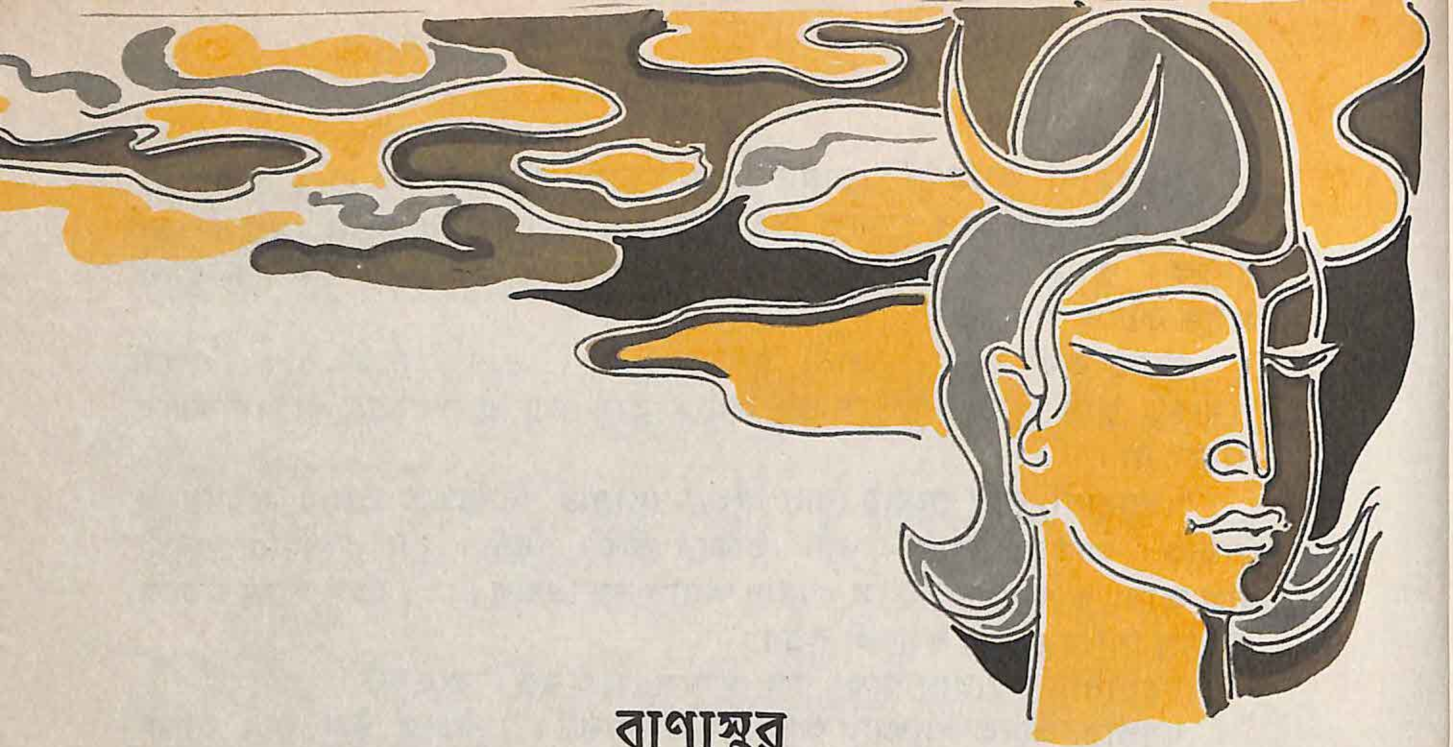
কচের কথা শুনে দেবযানী হতাশ হলেন। রেগে কচকে শাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ, তুমি তোমার শেখা মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না।"

"দেবযানী, তুমি আমার বোন বলেই তোমার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। আমাকে শাপ দেওয়া তোমার উচিৎ হয়নি। তুমি কামনার বশবর্তী হয়ে আমাকে শাপ দিয়েছ যে আমার অধীত মন্ত্র নিষ্ফল হবে ; কিন্তু আমি অন্যকে এই মন্ত্র শিখিয়ে একে ফলবতী করব।"

দেবযানীর অনুরোধ সত্ত্বেও কচকে চলে যেতে হল দেবলোকে।

দেবতারা কচকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাকে অভিনন্দিত করলেন।





বাণাসুর

একসময়ে বাণ নামে একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি অসুর বা দানব ছিলেন, সেইজন্য তাকে বাণাসুর বলা হত।

বাণাসুর অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ও শক্তিশালী ছিলেন সে কারণে সবাই তাকে ভয় করত। পৃথিবীর রাজারা, এমন কি স্বর্গের অনেক দেবতারাও তাকে ভয় পেতেন।

বাণাসুর ছিলেন শিব ভক্ত। একবার তিনি এমন ভক্তির সহিত শিবের আরাধনা করলেন যে শিব স্বয়ং তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন, "আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি তোমার ইচ্ছামত যে বর চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব।"

হেসে বাণাসুর শিবকে বললেন, "আপনি আমাকে বর দিতে চাইছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার কৃপায় আমার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ নেই। আমি একজন বড় রাজা। আমি এত শক্তিমান যে অন্য রাজারা এমনকি দেবতারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পান না।"

"তা হলে তোমার কিছুই চাইবার নেই বাণাসুর।"

"আমি অন্য কিছু চাই। আমি অনেক যুদ্ধ লড়েছি এবং জিতেছি, তবুও আমার ভয়, আমার কিছু শত্রু আছে। আপনি যখন প্রসন্ন হয়ে আমার যে কোন ইচ্ছা পূরণ করতে রাজী তখন আপনি সপরিবারে এসে আমার এই নগরীর দ্বার-সমূহে পাহারা দিন।"

শিব এই কথায় খুব আঘাত পেলেন ও রেগেও গেলেন। কিন্তু কিছু করারও ছিল না। কারণ, উনি নিজেই কথা দিয়েছেন যে বাণাসুরের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। শিব তো নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না।

কি আর করবেন, শিবজী স্বয়ং পত্নী পার্বতী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মর্ত্যে এসে বাণাসুরের রাজধানীর দরজা পাহারা দিতে লাগলেন।

বাণাসুর এখন মহাখুশী যে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং তার অধীনে কাজ



করছেন। তিনি অন্য রাজাদের নিজের এই অসাধারণ কীর্তির কথা জানালেন ও অনেককে শিব কি ভাবে তার সেবকের কাজ করছেন তা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

একদিন বাণাসুর শিবের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি কর্মহীন জীবন যাপন ক'রতে ক'রতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যুদ্ধের উত্তেজনা চাই। যুদ্ধে শত্রু নিপাত করার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছে। আমি কি কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সুযোগ পাব?"

শিব উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই সে সুযোগ পাবে।"

বাণাসুর আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কখন? কখন? আমি জানতে চাই কবে আমি যুদ্ধের সুযোগ পাব? আমি যুদ্ধ করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছি।"

"তোমার পতাকা ও পতাকা দণ্ডের উপর নজর রেখ। যখন দেখবে যে পতাকা দণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে এবং পতাকাটি নীচে পড়ে গেছে তখনই জানবে যে যুদ্ধের সুযোগ আসছে। তোমাকে একজন মহান ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি তোমাকে পরাজিত করে তোমার গর্ব খর্ব করবেন।"

একথা শুনে বাণাসুর রাগে গর্জন করে উঠল; "এমন কি কেউ আছে যে বাণকে পরাজিত করতে পারে! আসুক না সেই মহান পুরুষ আমি তাকে আমার ক্ষমতা বুঝিয়ে দেব।"

সেইদিন থেকে বাণাসুর তার পতাকা ও পতাকাদণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগল।

বাণাসুরের উষা নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। নবযৌবনা উষার জন্য অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু তার পিতা একটিও প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হননি।

চিত্রলেখা নামে উষার একটি সঙ্গিনী ছিল। বাণের এক মন্ত্রীর মেয়ে চিত্রলেখা। তার মত বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মেয়ে জগতে দুর্লভ। সে বিদুষী ও দক্ষ শিল্পী। স্বর্গ ও মর্তের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সে জানত।

একরাত্রে উষা একজন পরম সুন্দর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখল। তার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য উষার আগ্রহ হ'ল ও তার প্রতি উষার ভালবাসা জন্মাল। সহসা উষার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে দেখল যে সেই রাজপুত্র চলে গেছেন।

রাজপুত্রকে দেখতে না পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল, "তুমি কোথায়? আমার কাছে এস।" কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

তখন উষা তাঁকে নিজের ঘরের মধ্যে ও ঘরের বাইরে সর্বত্র খুঁজল। রাজপুত্রকে খুঁজে না পেয়ে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

কান্নার আওয়াজ শুনে চিত্রলেখা ঘরের ভিতরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে কাঁদছে ? উষা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এক রূপবান রাজকুমার আমার কাছে এসেছিলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, আমি আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। চিত্রলেখা, তাকে আমার কাছে তুমি ফিরিয়ে আন— তোমাকে আনতেই হবে তাঁকে, তা না হ'লে আমার বাঁচার সাধ নেই।"

চিত্রলেখা বুঝতে পারছিল যে উষা স্বপ্ন দেখেছে, আর সে এটাও জানত যে সেই যুবককে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও তাকে আশ্বস্ত করার জন্য সে কথা দিল যে এই যুবককে খুঁজে বার করতে সে চেষ্টা করবে।

চিত্রলেখা গভীর চিন্তা করল কে উষার কাছে আসতে পারে। তিনি দেবতাও হতে পারেন কারণ দেবতারা এইভাবে লোককে ছলনা করেন। অথবা দেবতা না হয়ে সে একজন রাজাও হতে পারে, চিত্রলেখা ভাবল। স্বপ্নে দেখতে পারে এমন দেবতা, রাজা ও রাজকুমারের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করল। তারপর এক এক করে সে তাদের ছবি আঁকল। শুরু করল দেবতাদের দিয়ে। ইন্দ্রের ছবি এঁকে উষাকে দেখাল।

"না, এঁকে আমি দেখিনি," উষা বলল।

তারপর চিত্রলেখা ব্রহ্মা ও অন্যান্য অনেক দেবতার ছবি এক এক করে এঁকে উষাকে দেখাল। কিন্তু উষা তাঁদের কাউকেই দেখেনি।

তারপর চিত্রলেখা রাজা ও রাজকুমারদের ছবি এঁকে তাকে দেখাল। উষা বলল, না এদের কারুরই চেহারার সঙ্গে তার স্বপ্নে দেখা প্রেমিকের চেহারা মেলে না।

এবার চিত্রলেখা শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকল। উষা সে ছবি দেখে বললে যে যদিও কিছু কিছু মিল আছে কিন্তু ইনি সেই রাজকুমার নন।

এরপর চিত্রলেখা শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের ছবি আঁকল। উষা বলল যদিও এই ছবির সঙ্গে অনেক বেশী মিল আছে কিন্তু তার স্বপ্নের রাজকুমার অনেক ছোট।

একথা শুনে চিত্রলেখা হেসে শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত রূপবান নাতি অনিরুদ্ধর ছবি এঁকে উষাকে দেখাল।

ছবি দেখামাত্র উষা সে'টি তার হাত থেকে কেড়ে নিল, আর ছবিকে উদ্দেশ্য করে বললে, "হে আমার প্রিয় তুমি কেন চলে গেলে ?"

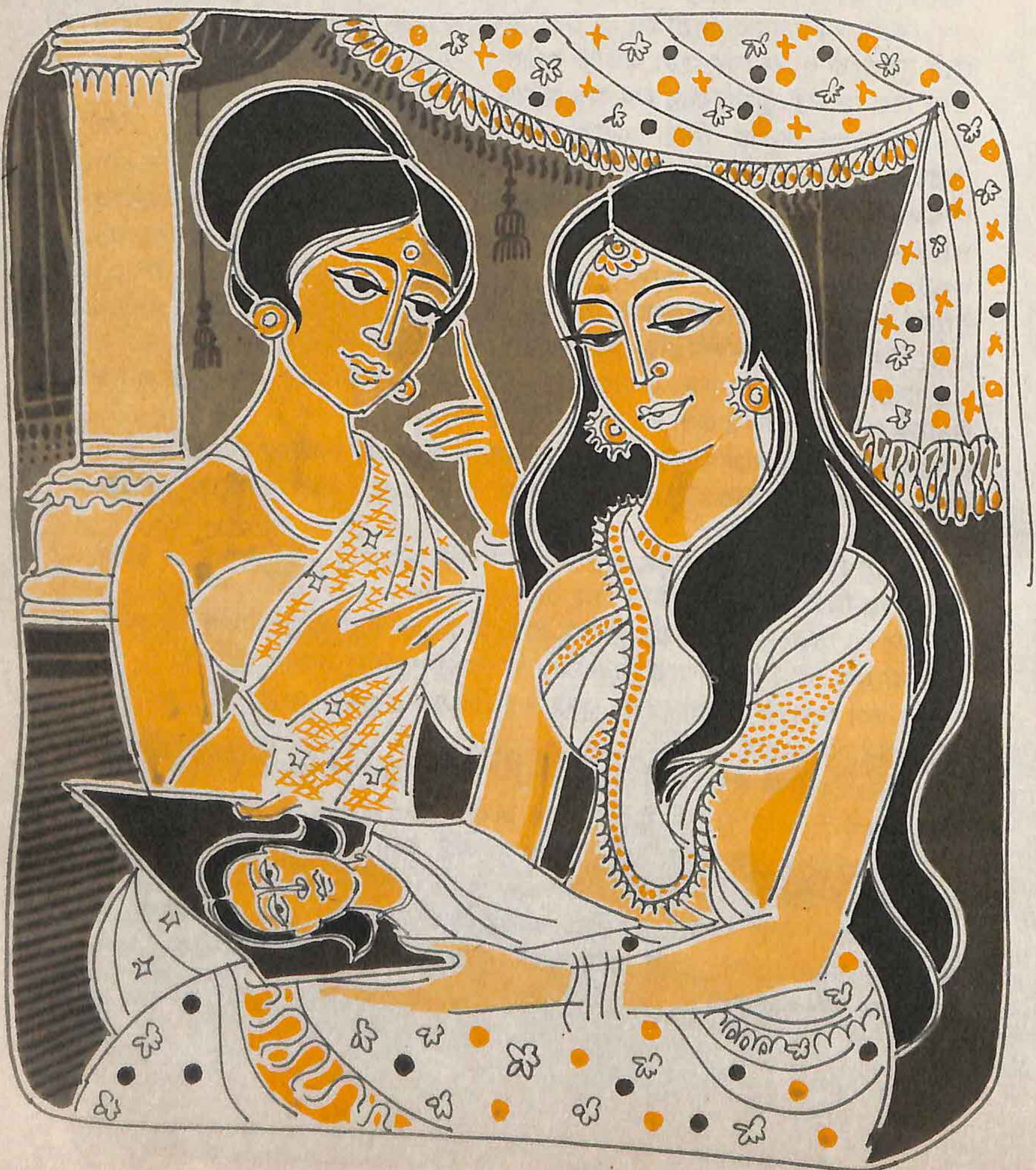
"ইনিই সেই যুবাপুরুষ," চিত্রলেখাকে এই কথা বলে উষা ছবিটিকে তার বুকের কাছে রাখল।

চিত্রলেখা বুঝতে পারল, উষা অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়েছে। উষাকে সে অনিরুদ্ধর পরিচয় দিল, সেই সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দিল তাদের দু'জনকে মিলিত করা খুবই কঠিন কাজ।

"চিত্রলেখা, তোমার পক্ষে কোন কাজই শক্ত নয়। আমার সাথে তাঁর দেখা করাতেই হবে তোমাকে, তা না হ'লে আমি বাঁচব না।"

"শান্ত হও উষা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ওকে খুঁজে তোমার কাছে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো," চিত্রলেখা তাকে আশ্বস্ত করল এই বলে।

মধ্যরাত্রে চিত্রলেখা রওনা হ'ল তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অন্যের



অজ্ঞাতসারে সে প্রবেশ করল, শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে। প্রতিটি ঘর খুঁজে খুঁজে শেষে সে অনিরুদ্ধকে তার নিজের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেল।

চিত্রলেখার কিছু মায়া শক্তি (জাদুশক্তি) ছিল। সে সেই শক্তির বলে অনিরুদ্ধের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে তাকে তুলে নিল নিজের পিঠে। তারপর প্রাসাদের বাহিরে এসে বাণের রাজধানীতে ঊষার ঘরে ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে হাজির করল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে শুইয়ে দিল ঊষার বিছানায়।

অনিরুদ্ধকে দেখে ঊষা খুবই আনন্দিত। চিত্রলেখাকে চুম্বন করে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। অনিরুদ্ধ জাগলে সে আবার আসবে, এই কথা বলে সে ঊষার ঘরের বাহিরে গেল।

অনিরুদ্ধ অনেকক্ষণ ঘুমাল। ঊষা তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার খুবই ইচ্ছা যে সে অনিরুদ্ধর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার সাথে কথা বলে। কিন্তু পাছে সে বিরক্ত হয় তাই তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে অনিরুদ্ধকে ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগল!

অবশেষে অনিরুদ্ধর ঘুম ভাঙ্গল। অবাক হ'ল নিজেকে অচেনা জায়গায় দেখে। আশ্চর্য হয়ে তাকাল ঊষার দিকে। ঊষাকে খুবই পছন্দ হ'ল। কিন্তু কে এই পরমা সুন্দরী মেয়েটি, এই প্রশ্ন জাগল তার মনে।

বিছানায় উঠে বসে ঊষাকে সে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করল, "তুমি কে? আমি এ কোথায় এসেছি? আমি কি করে এখানে এলাম? আমাদের কি আর আগে দেখা হয়েছে?"

"আমি বাণরাজার কন্যা ঊষা। এইটি আমার ঘর। হ্যাঁ, এর আগে আমাদের দেখা হয়েছে, কিন্তু সে দেখা, শুধু আমার স্বপ্নেই। তোমায় দেখামাত্র আমি তোমায় ভালবাসলাম এবং চাইলাম যে তোমার সঙ্গে চিরজীবন থাকব! আমার বন্ধু চিত্রলেখা তোমায় এখানে এনেছে। হে, প্রিয়! তুমি আমার কাছে থাক।" ঊষার এ কথা শুনে অনিরুদ্ধ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে ঠিক করতে পারছিল না তার কি করা উচিত। সে কি ঊষার সঙ্গে থাকবে, না প্রাসাদে ফিরে যাবে? ঊষা খুবই সুন্দর আর তাকে এত ভালবাসে যে অনিরুদ্ধর ইচ্ছা করছিল না তাকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু সে কি করে ঊষার সঙ্গে থাকবে? তার সাথে তো ঊষার বিবাহ হয়নি! এছাড়া সে বাণরাজার কন্যার সঙ্গে বাস করছে, এ কথা জানলে তার পিতা এবং পিতামহই বা কি বলবেন?

ঊষা তার দিকে তাকিয়ে আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করল, "তুমি কি চিন্তা করছো তোমার ও আমার দু'জনেরই আত্মীয়েরা এই বিবাহে সম্মতি দেবেন না। কিন্তু বিধাতা আমাদের পরস্পরের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দয়া করে তুমি আমার সঙ্গে থাক।"



অনিরুদ্ধ বলল, "তুমি পরমাসুন্দরী, আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি, তোমাকে বিবাহ করতে চাই কিন্তু আমাদের পিতামাতার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা উচিত হবে না। চলো আগে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি।"

"তুমি আমার পিতাকে চেননা," উষা বলল। "তিনি কখনই আমাদের বিবাহে সম্মত হবেন না।"

"আমরা তাঁকে এই বিবাহের সপক্ষে যুক্তি দিতে পারি তখন হয়ত তাঁর মতের পরিবর্তন হতে পারে," অনিরুদ্ধ উত্তর দিল।

উষা দুঃখের সঙ্গে, জানাল, "জানিনা, আমার পিতা তোমাকে এখানে দেখে কি করবেন!"

অনিরুদ্ধ ও উষা যখন আলাপে মগ্ন, সেই সময় একজন পরিচারিকা উষার ঘরে উপস্থিত। উষার ঘরে এক অপরিচিত সুন্দর যুবককে দেখে বাণের কাছে গিয়ে সেকথা জানাল।

এইকথা শোনামাত্র বাণ তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন উষার ঘরে। আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হলেন, উষাকে এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে। রাগে চিৎকার ও গর্জন করে যুবকটিকে মেরে ফেলবার জন্য তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনিরুদ্ধ বীরত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সেই আক্রমণ থেকে বাঁচাল।

কিন্তু বাণ ছিলেন অসুর। রাজকুমারকে তিনি পরাজিত করে যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত ঊষা তাঁদের দু'জনের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "পিতা, ওঁর কোন ক্ষতি করবেন না। উনি আমার অতিথি। আমি-ই ওঁকে এখানে এনেছি,



উনি নিজে এখানে আসেন নি। উনি নির্দোষ, উনি কোন অন্যায় করেন নি। যদি কেউ কোন দোষ করে থাকে তো সে আমি। আমার দোষে ওঁর শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন, এমন কি আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে মেরেও ফেলতে পারেন। কিন্তু আমার অতিথি, এই মহান যুবা রাজকুমারের একটি কেশও স্পর্শ করবেন না।"

উষার কথা শুনে বাণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। উষা এর আগে কখন তো তাঁর সঙ্গে এত সাহস দেখিয়ে কথা বলেনি। ক্রোধে বাণ তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে চাইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে, তিনি কেবল অনিরুদ্ধর হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে কারাগারে বন্দী করলেন।

এরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে সবাই জেনেছে যে অনিরুদ্ধ নিখোঁজ। সবাই ভেবে আশ্চর্য হ'ল, যে অনিরুদ্ধ নিখোঁজ হবার কারণ কি হতে পারে। কেউই ধারণা করতে পারলেন না, অনিরুদ্ধ কোথায় যেতে পারে। কেউ ভাবলেন তাঁকে হয়তো কেউ অপহরণ করেছে কেউ আবার ভাবলেন হয়তো তিনি দুর্ঘটনায় পড়েছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাজকুমারের কোন সন্ধান মিলল না।

নারদ মুনি সর্বত্রই ঘুরে বেড়ান। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানালেন যে তাঁর নাতি বাণের কারাগারে বন্দী। অনিরুদ্ধ কি করে বাণের হাতে পড়লেন একথা চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ খুব অবাক হলেন। বাণ একজন অসুর, সে তো সহজে অনিরুদ্ধকে ছেড়ে দেবে না। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন অনিরুদ্ধকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল বাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে বাণের রাজধানীর দিকে চললেন। শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকে দেখলেন একটি লম্বা পতাকা দণ্ডের উপর বাণের পতাকা উড়ছে। শ্রীকৃষ্ণ একটি তীর ছুড়লেন। তীরের আঘাতে পতাকা দণ্ডটি ভেঙ্গে পতাকাটি নীচে পড়ে গেল।

পতাকা দণ্ডটি ভাঙ্গল ও তার পতাকা নীচে পড়ে গেছে দেখে বাণ বুঝতে পারল যে যুদ্ধ করবার সময় উপস্থিত। তিনি খুবই খুশী হলেন কারণ তিনি অনেকদিন থেকে এই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে রওনা হলেন।

রাজধানীর বাইরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিপুল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলেন। দুইদলে যুদ্ধ শুরু হ'ল। ঘোর যুদ্ধে বাণের বেশীর ভাগ সৈন্যই মারা পড়ল। বাণ তখন নিজে এগিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের সামনে।

শ্রীকৃষ্ণ বাণের রথ ধ্বংস করে দিলেন। বাণ রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই ডাকে সাড়া দিলেন।

দু'জনের মধ্যে ভীষণ লড়াই হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ জিতলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণকে হত্যা করতে উদ্যত ঠিক সেইসময় হঠাৎ বাণের মা ও তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের মাঝে এসে দাঁড়ালেন।

"আমার পুত্রকে হত্যা কোরো না। ওর কোন ক্ষতি করার আগে আমাকে হত্যা কর," তিনি কেঁদে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুনয় করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য যুদ্ধ থামালেন, সেই সুযোগে বাণ দৌড়ে নিজের প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন।

শত্রু এসে বাণকে আক্রমণ করেছে তারা রাজধানীও আক্রমণ করবে। শিবের কর্তব্য বাণের রাজধানী রক্ষা করা কারণ শিব তখনও বাণের রাজধানীর প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছিলেন।

শিবের কোন সৈন্য ছিল না। তাই শিবকে এক নূতন উপায় বার করতে হ'ল যাতে শত্রু সৈন্য যুদ্ধে অপারগ হয়। জ্বরের বীজাণু সৃষ্টি করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যরা ঘোর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক এক করে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৈন্যদের দশা দেখে বুঝলেন যে তাদের প্রাণ বাঁচানর জন্য তাড়াতাড়ি তাঁকে কোন উপায় বার করতে হবে।

তিনি শিবের সৃষ্ট, বীজাণু ধ্বংসকারী বীজাণু উৎপাদন করে তা নিজের সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা সুস্থ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বাণাসুর অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে, আবার শ্রীকৃষ্ণের সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সেনারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাণের সেনাদের পরাস্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বাণের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ বাণকে হত্যা করতে উদ্যত, এমন সময় শিব এগিয়ে এসে তাঁকে বাণের প্রাণ ভিক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, "বাণ সবরকম অপরাধ করেছে। এমন কি সে আপনাকে ঠকিয়ে নিজের পরিচারক করেছে। সে দয়ার পাত্র নয় তথাপি যদি আপনি তার জীবন রক্ষা করতে চান, তা সম্ভব হবে যদি ও প্রতিজ্ঞা করে যে ও নিজেকে শোধরাবে।"

বাণ শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পড়ে নিজের কৃত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন ও প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভবিষ্যতে সে তার স্বভাব শোধরাবে।

বাণ শিবের কাছে, তাঁকে ঠকিয়ে নিজের পাহারাদার করার অপরাধের জন্য

ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

শিব তাকে ক্ষমা করে বললেন যে, তিনি আনন্দিত যে তাকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

এইভাবে বাণের প্রাণ রক্ষা পেল। সে তখন উষা ও অনিরুদ্ধকে এনে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করল।

শ্রীকৃষ্ণ তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। তাদের প্রাসাদে নিয়ে এসে বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপন করলেন। এরপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।





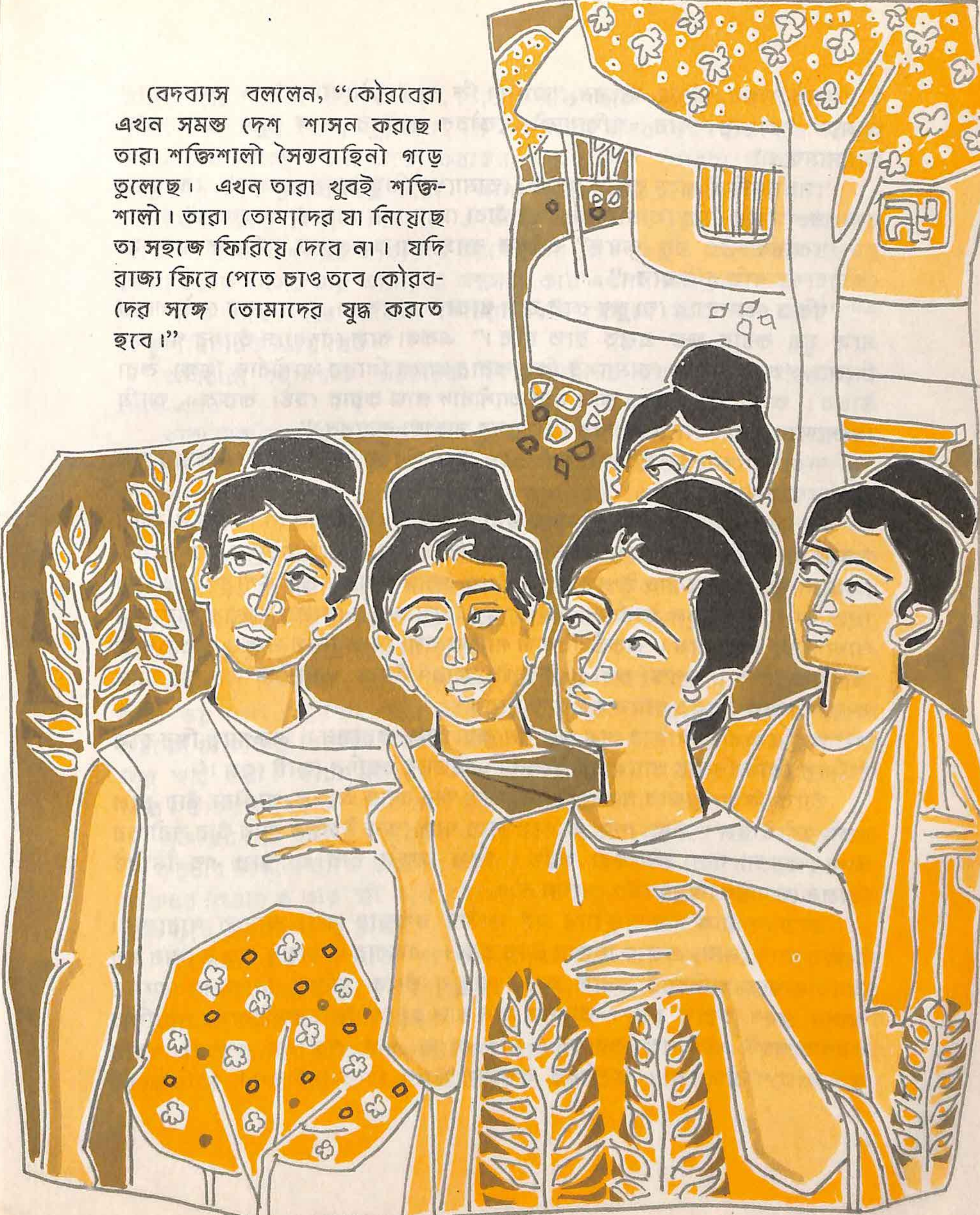
অর্জুন ও কিরাত

তখন পাণ্ডবেরা বনবাসে। জেঠতুতো ভাই কৌরবদের সঙ্গে পাশা খেলার ফলে তাঁরা হৃতসর্বস্ব ও রাজ্যহারা। তাঁদের নির্বাসনের বার বছর প্রায় অতিক্রান্ত। এই সময় তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা ফিরে গেলে, কৌরবরা তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবে সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তাঁদের মনে।

মহান ঋষি ব্যাসদেব একদিন বনে পাণ্ডবদের কুটিরে এলেন। তাঁকে পাণ্ডবেরা শশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করলেন। কথাবার্তার মধ্যে পাণ্ডবেরা তাঁকে জানালেন যে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন।



বেদব্যাস বললেন, "কৌরবেরা এখন সমস্ত দেশ শাসন করছে। তারা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। এখন তারা খুবই শক্তিশালী। তারা তোমাদের যা নিয়েছে তা সহজে ফিরিয়ে দেবে না। যদি রাজ্য ফিরে পেতে চাও তবে কৌরবদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে।"



জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্মপুত্র বললেন, "আমরা কি করে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? আমরা কোথায় পাব শক্তিশালী কৌরব সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত সৈন্যসামন্ত?"

"সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয়তো তোমাদের কিছু সময় লাগবে", বেদব্যাস বললেন, "কিন্তু যাঁরা তোমাদের বান্ধব তাঁরা তোমাদের সাহায্য করবেন।"

"কৌরবদেরও বন্ধু আছে" ধর্মপুত্র ব্যাসদেবকে বললেন, "তাঁদের সাহায্যে কৌরবদের শক্তিবৃদ্ধি হবে।"

"কিন্তু তোমাদের তো চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তোমাদের কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।" একথা বলে বেদব্যাস তাঁদের পরামর্শ দিলেন, "আমার মতে তোমাদের কিছু করার আগে শিবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করা উচিত। অর্জুন ওঁকে প্রসন্ন করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার চেষ্টা করুক। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে শিব তোমাদের সাহায্য করবেন।"

পাণ্ডবেরা বেদব্যাসের পরামর্শ গ্রহণ করে শিবের আশীর্বাদ লাভ করার জন্য অর্জুনকে পাঠালেন।

কি করে এই কাজ সমাধা করতে হবে অর্জুন তা জানতেন না। অর্জুন গিয়ে শিবের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না কারণ তিনি মর্তের ঊর্দ্ধে বহুদূরে বাস করেন, সেখানে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাঁকে প্রসন্ন করার একটি উপায়ই অর্জুনের ছিল, তা হ'ল আকুল প্রার্থনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অর্জুন গেলেন কৈলাশ পাহাড়ের পাদদেশের গহন বনে। একটি বিশাল গাছের তলা বেছে নিয়ে অর্জুন তাঁর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যা করা খুবই দুরূহ, কারণ তাঁকে শারীরিক সব সুখ ত্যাগ করে একমনে শিবের ধ্যানে মগ্ন হতে হবে।

অর্জুন প্রথমে আহার পরে জলপান করা ত্যাগ করলেন। একপায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি শিবের ধ্যানে মগ্ন হলেন। এইভাবে বহুদিন কেটে গেল।

তাঁকে নিষ্প্রাণ ভেবে পশুপাখীরা নির্ভয়ে তাঁর কাছে আসত, পাখীরা তাঁর চুলে বাসা বেঁধেছিল। তাঁর দেহ জড়িয়ে লতা গাছ বেড়ে উঠছিল আর তাঁর শরীরের উপর দিয়ে সাপেরা চলাফেরা করত। কিন্তু অর্জুন তাঁর তপস্যায় এত নিবিষ্ট ছিলেন যে এসব কিছুই টের পেতেন না।

ক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের এই কঠোর তপস্যার কথা জানতে পারলেন। ইন্দ্রের মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হ'ল। একবার ভাবলেন অর্জুন বোধ হয় দেবতার স্থান অধিকার করতে চান। অর্জুন তাঁকে সরিয়ে নিজে দেবরাজের আসন গ্রহণ করতে চান। তারপর মনে হ'ল হয়তো তিনি কৌরবদের পরাজিত করবার জন্যই এই তপস্যা করছেন। যাই হোক, ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যার খবরে সুখী হতে পারলেন না। অর্জুনের তপস্যায় বাধা দিতে চাইলেন। তিনি স্বর্গের

প্রসিদ্ধ অপ্সরা উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমাকে ডেকে বললেন, "তোমরা সবাই পরমা সুন্দরী যে কোন পুরুষকে, সে দেবতা বা মানব যেই হোক, মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখ। অর্জুন বনে তপস্যা করছেন, আমি চাই, তোমরা তাঁকে মোহিত করে তাঁর তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করো। আশা করি তোমরা এ কাজ পারবে।"

উর্বশী উত্তর দিল, "দেবরাজ এ কাজ আমরা নিশ্চয়ই পারব। আমাদের আকর্ষণী শক্তিকে কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না। অর্জুন আমাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে দাসের ন্যায় আমাদের অনুসরণ করে এখানে আসবে।"

"ঠিক আছে," ইন্দ্র বললেন, "তোমরা এখনি সেখানে যাও, তবে সঙ্গে বেশ কিছু পরিচারক নিয়ে যেও।"

অপ্সরারা বহুসংখ্যক পরিচারক নিয়ে অর্জুনের তপস্যার স্থানে স্বর্গ থেকে নেমে এল।

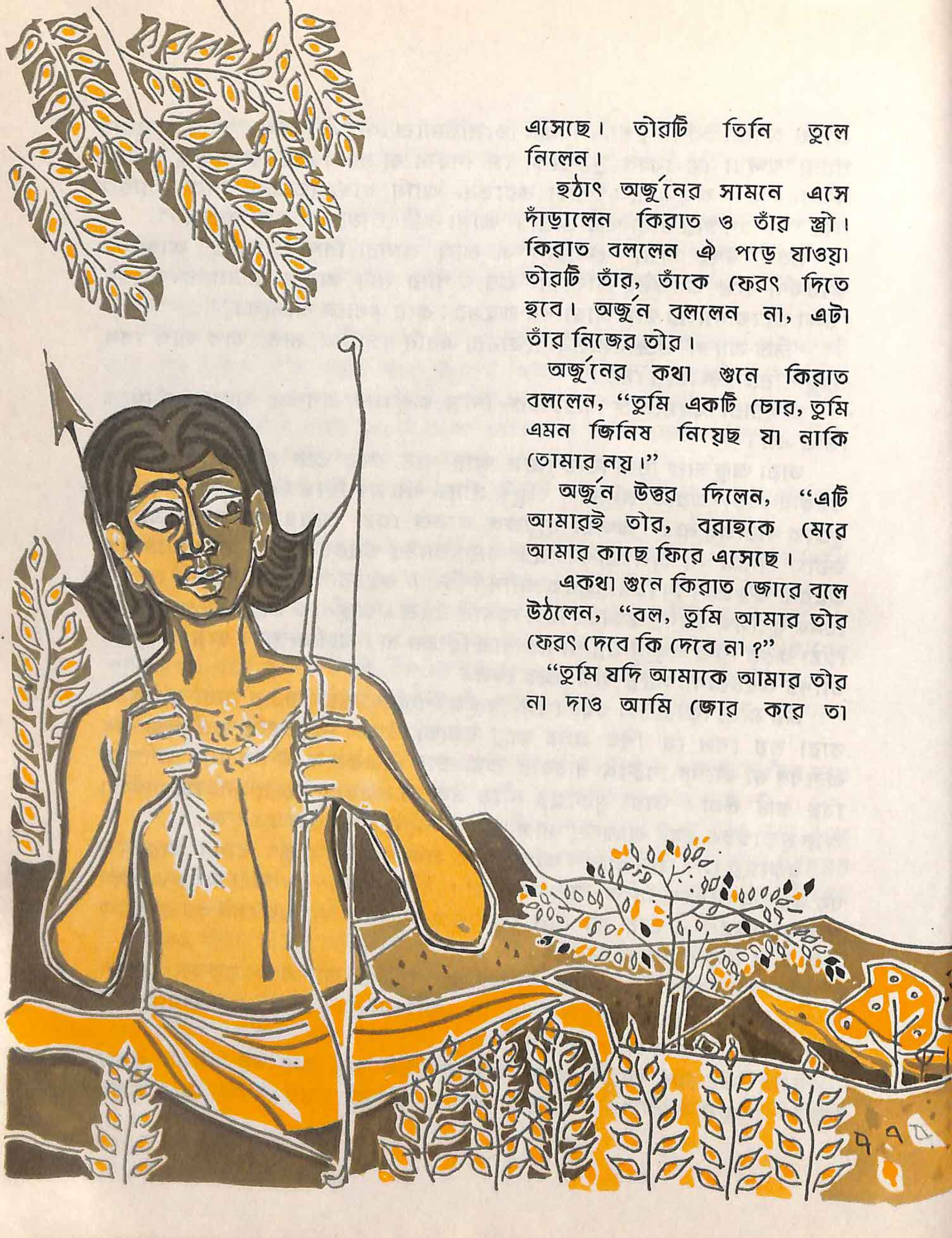
তারা অর্জুনকে ঘিরে নেচে নেচে আর গান করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। অর্জুন ধ্যানে এত মগ্ন ছিলেন যে তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারলেন না। অপ্সরা চারজন অনেক চেষ্টা করেও অর্জুনকে মোহিত করতে পারল না বলে রেগে গেল। তারা তাদের অনুচরদের অর্জুনের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে আদেশ দিল। অনুচরদের বেশীর ভাগই দেখতে যেমন কুৎসিত তাদের স্বভাবও ছিল তেমনি হিংস্র। অর্জুনকে তারা ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু অর্জুন ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অপ্সরারা তাদের অনুচরদের নিয়ে স্বর্গে ফিরে গেল।

এর মধ্যে কৌরবেরা খবর পেল, অর্জুন শিবকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। তারা ভয় পেল যে শিব প্রসন্ন হয়ে হয়তো তাঁকে কিছু শক্তিশালী অস্ত্র দান করবেন যা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। একমাত্র উপায় তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা। তারা মূকাসুর নামে একজন ভয়ঙ্কর অসুরের সাহায্য চাইল। আর মূকাসুরও খুবই আগ্রহের সঙ্গে তাদের সাহায্য করতে সম্মত হ'ল।

মূকাসুর সেই বনে প্রবেশ করল একটি প্রকাণ্ড বরাহের রূপ ধরে। অর্জুনকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে আক্রমণ করল। ঠিক সেইসময় কোথা থেকে একজন শক্তিধর কিরাত ও তার স্ত্রী বনে আবির্ভূত হ'লেন। কিরাত সেই বন্য বরাহকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়লেন।

ইতিমধ্যে অর্জুনের মনেও আশঙ্কা জাগল তাঁর কোন বন্য জন্তুর হাতে বিপদ আসন্ন। তিনি তাঁর তীর ধনুক নিয়ে সেই বরাহকে লক্ষ্য করে এমন জোরে তীর মারলেন যে সে তৎক্ষণাৎ মরে গেল।

সেই কিরাতের তীরটি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অর্জুনের পায়ের কাছে পড়ল। অর্জুন ভাবলেন ঐ তীরটি তাঁর। বরাহকে মেরে তাঁরই কাছে ফিরে



এসেছে। তীরটি তিনি তুলে নিলেন।

হঠাৎ অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন কিরাত ও তাঁর স্ত্রী। কিরাত বললেন ঐ পড়ে যাওয়া তীরটি তাঁর, তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে। অর্জুন বললেন না, এটা তাঁর নিজের তীর।

অর্জুনের কথা শুনে কিরাত বললেন, "তুমি একটি চোর, তুমি এমন জিনিষ নিয়েছ যা নাকি তোমার নয়।"

অর্জুন উত্তর দিলেন, "এটি আমারই তীর, বরাহকে মেরে আমার কাছে ফিরে এসেছে।

একথা শুনে কিরাত জোরে বলে উঠলেন, "বল, তুমি আমার তীর ফেরৎ দেবে কি দেবে না?"

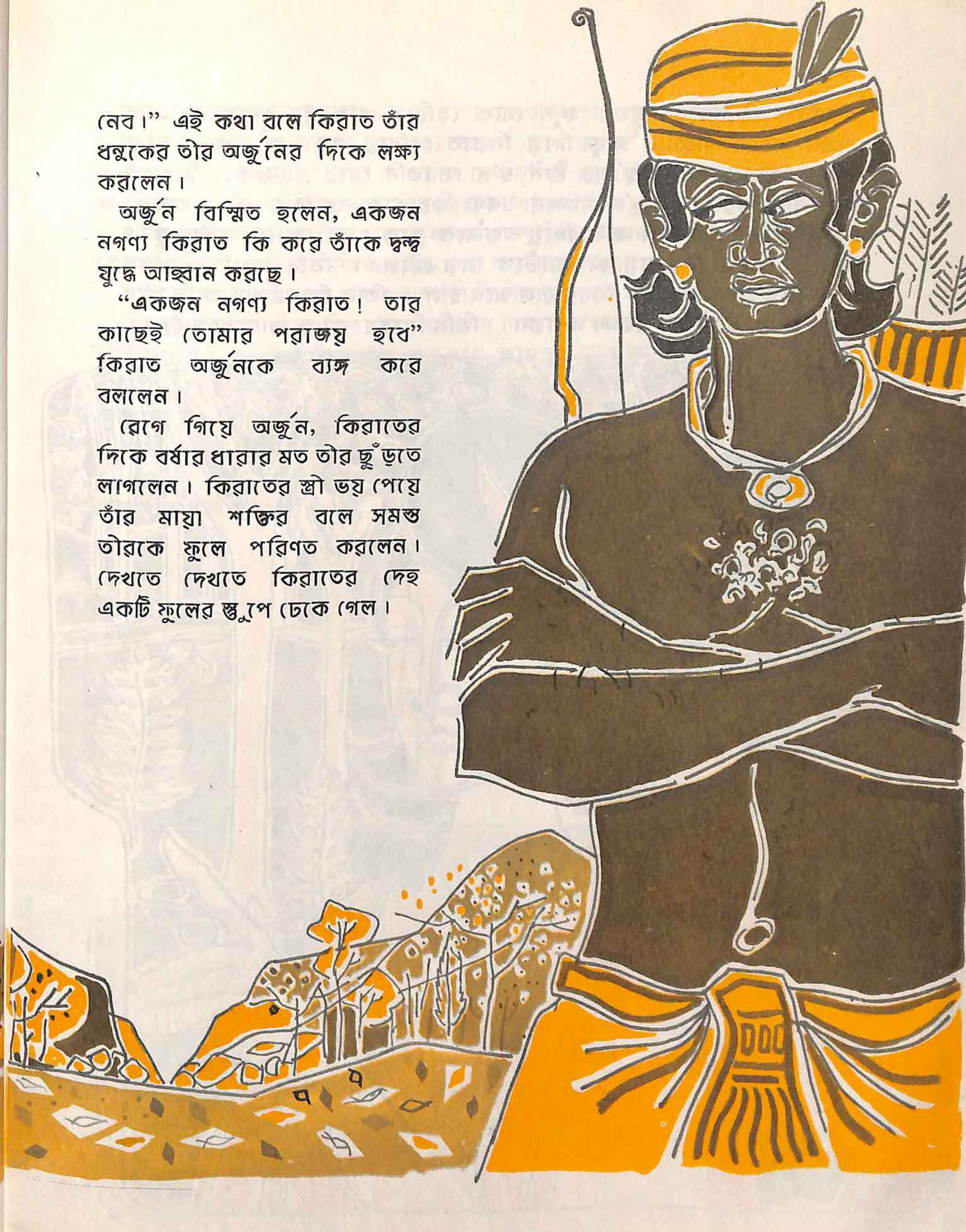
"তুমি যদি আমাকে আমার তীর না দাও আমি জোর করে তা

নেব।" এই কথা বলে কিরাত তাঁর ধনুকের তীর অর্জুনের দিকে লক্ষ্য করলেন।

অর্জুন বিস্মিত হলেন, একজন নগণ্য কিরাত কি করে তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছে।

"একজন নগণ্য কিরাত! তার কাছেই তোমার পরাজয় হবে" কিরাত অর্জুনকে ব্যঙ্গ করে বললেন।

রেগে গিয়ে অর্জুন, কিরাতের দিকে বর্ষার ধারার মত তীর ছুঁড়তে লাগলেন। কিরাতের স্ত্রী ভয় পেয়ে তাঁর মায়া শক্তির বলে সমস্ত তীরকে ফুলে পরিণত করলেন। দেখতে দেখতে কিরাতের দেহ একটি ফুলের স্তুপে ঢেকে গেল।



অর্জুন কিরাতকে ফুলের স্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে আহ্বান করলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিরাত বেরিয়ে এলেন ও দু'জনের মধ্যে ভীষণ মল্ল যুদ্ধ হ'ল। অর্জুনের মনে হ'ল যে তিনি হেরে যাচ্ছেন। কিরাতও তাঁকে ব্যঙ্গ করল যে অর্জুন একজন নগণ্য কিরাতকে পরাজিত করতে অক্ষম। কিরাত তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে অর্জুনকে তুলে এমন জোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল যে অর্জুন নিরুপায় হয়ে মাটিতে শুয়ে রইলেন। তিনি পরাজিত হলেন এটা তাঁর খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হ'ল। তিনি শিবের স্তব স্তূতি করে আবার তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। তিনি শিবের কাছে জানতে চাইলেন,



একজন কিরাতের হাতে তিনি কি করে পরাজিত হলেন। মাটি দিয়ে একটি শিব-মূর্তি গড়ে খুব ভক্তিভরে তাঁর পুজা করতে লাগলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যেন মূর্তিটি নতুন শক্তিতে সপ্রাণ হয়েছে। অর্জুন চোখ খুলতেই দেখলেন, তাঁর সামনে শিব ও পার্বতী।

শিব অর্জুনকে মাটি থেকে তুললেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বীরের দেখা পেয়ে তিনি যে খুবই আনন্দিত একথা শিব অর্জুনকে জানালেন।

"প্রভু, আমি বীর নই, একজন নগণ্য কিরাত আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে।"

অর্জুনের কথা শুনে শিব হেসে বললেন "আমি তোমার শক্তি পরীক্ষা করতে চাইছিলাম। আমিই কিরাতের বেশ ধরে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, তোমার প্রচণ্ড শক্তি আছে। তুমি সর্বদাই যেকোন যুদ্ধে জয়লাভ করবে। সেই অস্ত্র আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর যা তোমাকে জয়লাভে সাহায্য করবে।

সর্বদা বিজয়ী হবার আশীর্বাদ করে অসীম শক্তিশালী পাশুপত অস্ত্রটি শিব অর্জুনকে দান করলেন।

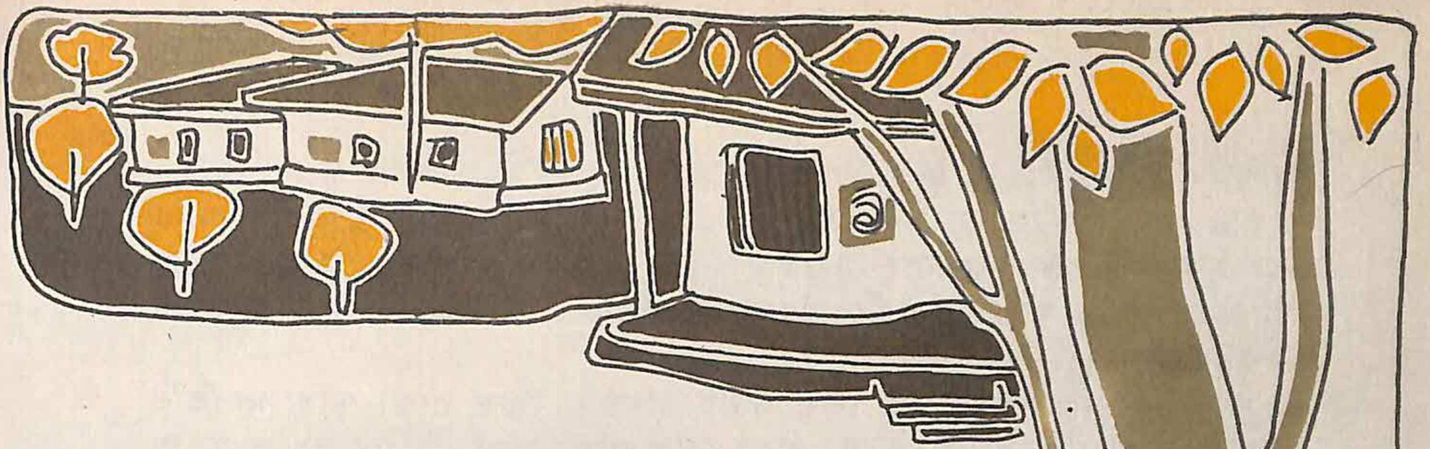




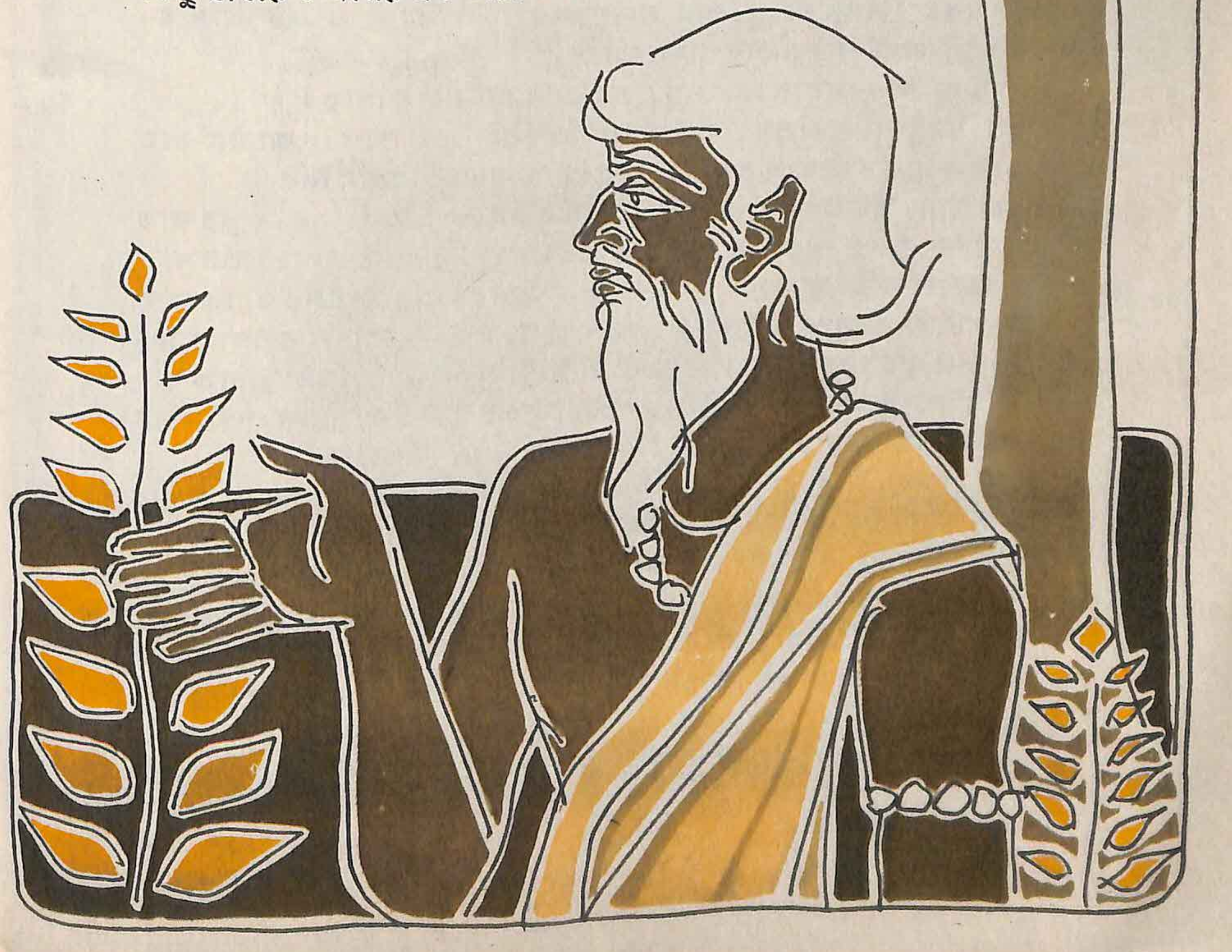
বিশ্বামিত্র

সাধারণতঃ লোকে বিশ্বামিত্রকে একজন মহর্ষি বলেই জানে। কিন্তু ঋষি হবার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন পরাক্রমশালী রাজা ও একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তিনি এত ক্ষমতাবান ছিলেন যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সকলকে পরাজিত করেছিলেন।

শিকার ছিল বিশ্বামিত্রের খুব প্রিয়। একদিন তিনি অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়ে নানা প্রকার বন্য জন্তু শিকার করলেন। শিকারের



উত্তেজনায় সারাদিন অতিবাহিত হ'ল। সন্ধ্যা বেলায় রাজা ও তার সঙ্গীরা শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কাজেই বন থেকে ফেরার জন্য তারা রওনা হলেন। তখন তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। কিছু খাবার ও জলের জন্য তারা তখন



অস্থির। পথে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন। কিন্তু আশ্রমটি খুবই ছোট। রাজার সন্দেহ হল যে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল তারা পাবেন কিনা। রাজার মনে হ'ল হয়ত কোন জলাশয় বা নদীর সন্ধান সেই আশ্রমবাসী মুনি বলে দিতে পারেন, যেখানে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবেন। রাজা গিয়ে মুনির সঙ্গে দেখা করলেন।

এই মুনি ছিলেন আচার্য শ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ। কিন্তু রাজা ভাবলেন তিনি একজন সাধারণ মুনি। তা হ'লেও রাজা তাঁকে জলের সন্ধান দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। মুনি বললেন, "তোমরা তো শুধু তৃষ্ণার্ত নও তোমরা সেই সঙ্গে ক্ষুধার্ত। আমি চেষ্টা করব যাতে তোমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।"

শীঘ্রই বশিষ্ঠ মুনি রাজা ও তাঁর অনুচরদের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ আনলেন ও সেই সঙ্গে তাঁদের খাদ্যও পরিবেশন করলেন। এমন সুস্বাদু খাবার তাঁরা এর পূর্বে কখনও খাননি। রাজা তাঁর বন্ধুদের বললেন, "আশ্চর্য এই মুনি। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এত সব আহার্য প্রস্তুত করলেন! উনি তো আগের থেকে এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না! কোন মানুষজনও দেখা যাচ্ছে না এই আশ্রমে। এখানে কেবল একটি গরু ও তার বাছুর আছে।"

শিকারীরা যখন আহার সমাপ্ত করলেন তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

বশিষ্ঠ বললেন, "রাজন্! আপনারা নিশ্চয়ই খুব শ্রান্ত। আমার মতে আপনারা রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে এখানে বিশ্রাম নিন।"

একথা শুনে বিশ্বামিত্রের কৌতূহল আবার জেগে উঠল। এত জনের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ও খাবারের বন্দোবস্ত করার পর কি বশিষ্ঠ এতলোকের শয্যা জোগাড় করার কথা ভাবছেন! তিনি নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন তা কি করে সম্ভব? শোবার উপযুক্ত জায়গা তাঁর চোখে পড়ল না। শোবার ব্যবস্থা করতে অতিথি বৎসল মুনি বিব্রত হবেন। তা তিনি চাইছিলেন না। তিনি মুনিকে তাঁর আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন যে তাঁর শয্যার প্রয়োজন নেই, তিনি তাঁর দল নিয়ে ফিরে যাবেন।

বশিষ্ঠ একথা শুনে রাজাকে বললেন, "দয়া করে উদ্বিগ্ন হবেন না, আমার কাছে আপনাদের শুতে দেবার মত যথেষ্ট খাট ও বিছানা আছে।"

বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার! কি করে বা কোথা থেকে বশিষ্ঠ এত জিনিষের ব্যবস্থা করছেন। বশিষ্ঠ কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য খাট ও বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁরা অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলেন কাজেই রাজা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা এই আশ্চর্য ঘটনার দিকে মন না দিয়ে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে সকলের জন্য টাটকা দুধ। এই দেখে বিশ্বামিত্র আর কৌতূহল



চেপে রাখতে পারলেন না।

"আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি ?"

"হ্যাঁ, একটা কেন ? রাজা আপনি যত খুশী প্রশ্ন করতে পারেন", বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জানালেন।

"আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি আপনি কি করে জনমানব শূন্য স্থানে, এই সব মনোরম বস্তু জোগাড় করলেন ? আমি তো আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ দেখছি না। একি আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাব ?"

বশিষ্ঠ বললেন, "আমার কোন অলৌকিক শক্তি নেই। ওই গাভীটিকে দেখুন। ওর ভিতর অসাধারণ কিছু দেখছেন ?"

"গাভীটি দেখতে সুন্দর। আমি গাভীটি ও তার বাছুরটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছি।"

"হ্যাঁ সুন্দর, কিন্তু ও সাধারণ গাভী নয়, ও অসাধারণ। ও হ'ল কামধেনুর মেয়ে নন্দিনী। আপনি ওর কাছে যা চাইবেন ও আপনাকে তাই দিতে সক্ষম," বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জানালেন।

বিশ্বামিত্র ভাবলেন সত্যই খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু এরকম গাভী এই আশ্রমে থেকে কি করবে। এ তো রাজার কাছে থাকার উপযুক্ত।

রাজা বললেন, "ঋষিবর, আমি চিন্তা করছিলাম যে এই রকম একটি গাভী কেন এরূপ জনশূন্য স্থানে থাকবে। আপনি সাধু আপনার নন্দিনীর কি প্রয়োজন ? ও তো রাজগৃহে থাকার উপযুক্ত। আপনি দয়া করে আমাকে গাভীটি উপহার দিবেন ?"

"রাজা, ওকে এমনি ভাবে দিয়ে দেওয়া যায় না। এখানে ও রয়েছে আমার প্রয়োজন মেটাবার জন্য।"

"আপনি যদি আমাকে এই গাভীটি দেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি আপনাকে এক সহস্র গাভী এর পরিবর্তে দেব।"

বশিষ্ঠ বললেন, "আমি আপনার এক হাজার গরু নিয়ে কি করব ? আমি তো রাখাল নই যে এক হাজার গরুর রক্ষণাবেক্ষণ করব।"

তখন বিশ্বামিত্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন এই গরুটিকে রাখতে চাইছেন ? এখানে ওর গুণের কোন কদর নেই। আমার কাছে থাকলে লোকেদের লাভ হবে।"

"রাজন্, আমি দুঃখিত। নন্দিনী এখানেই থাকবে আপনি ওকে পেতে পারেন না"।

এ কথা শুনে রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি। আমি রাজা বিশ্বামিত্র হিসাবে আপনার এই গাভীটিকে দাবী করছি,

কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব না। গাভীটির পরিবর্তে আপনি যা চাইবেন তাই দেব।"

"আমার কিছু চাইবার নেই", বশিষ্ঠ বললেন "আমি রাজা হিসাবে আপনাকে মান্য করি কিন্তু রাজাও তাঁর ইচ্ছামত সবকিছু পেতে পারেন না।"

তাঁর আদেশ অমান্য করা হচ্ছে মনে করে, বিশ্বামিত্র নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। কোনরকম অপমান সহ্য করার লোক তিনি নন। তিনি ভেবে ঠিক করলেন তিনি জোর করে গাভীটিকে নিয়ে যাবেন।

তাঁর দু'জন অনুচরকে আদেশ করলেন,"গাভীটিকে নিয়ে আমাদের অনুসরণ কর।" লোক দুটি নন্দিনীকে তাঁর খুঁটি থেকে খুলে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সঙ্গে নন্দিনীর যাবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি রাজা হোন বা অন্য কেউ। সে বশিষ্ঠের গরু। সে পালিয়ে গেল। বিশ্বামিত্রের লোকেরা তাকে ধরতে পারল না। তখন রাজার লোকেরা বাছুরটির বাঁধন খুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তাদের আশা ছিল যে বাছুরটি গেলে হয়তো গরুটিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। নন্দিনী এটা সহ্য করতে পারল না এবং এমন হিংস্র ভাবে ও বেগের সঙ্গে রাজার লোকেদের তেড়ে গেল যে তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠকে বললেন তিনি এই অপমান সহ্য করবেন না। তিনি তখনকার মত ফিরে যাচ্ছেন বটে কিন্তু নন্দিনীকে নিতে তিনি আবার আসবেন।

প্রাসাদে ফিরে বিশ্বামিত্র তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। শীঘ্রই তিনি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আশ্রমেও একটি বিশাল সেনাবাহিনী দেখে অবাক হলেন।

দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা হেরে গেল। নিজের পরাজয়ে রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যদিও তিনি বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তবুও স্থির করলেন যে বশিষ্ঠের সঙ্গে দেখা করবেন।

মুনির সঙ্গে দেখা হতে তিনি মুণিকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কি উপায়ে জয়লাভ করলেন।

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "এ সমস্তই নন্দিনী করেছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে নন্দিনী একটি সাধারণ গাভী নয়। নিজের জন্য না হ'লে ওর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আমি যখন নন্দিনীর কাছে কিছু চাই, তা নিজের জন্য নয় অপরের জন্য।"

বিশ্বামিত্র ধারণা করেন যে বশিষ্ঠ মুণি তার অপেক্ষা অনেক মহৎ। বশিষ্ঠের শক্তির তুলনায় তাঁর ধনবল ও সৈন্যবল তুচ্ছ। তিনি তখন স্থির করলেন যে তিনি বশিষ্ঠের সমান বা তাঁর থেকে উচ্চপদ পাবার চেষ্টা করবেন।

বশিষ্ঠের কাছে পরাজয় স্বীকার করে বললেন যে তিনি ফিরে যাচ্ছেন।

বশিষ্ঠ বললেন, "না রাজন আপনি একা যাবেন না। যে সৈন্যবাহিনী সঙ্গে এনেছিলেন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

কি আশ্চর্য! এই কথা বলার সঙ্গেই যারা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তারা যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

যাবার আগে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন, "হে মহর্ষি আমি এখন আপনার নিকট বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না। আমি আপনার অপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করার জন্য আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করব। তারপর আবার আমাদের দেখা হবে।"

বিশ্বামিত্র তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলেন। তারপর তিনি তাঁর রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। বশিষ্ঠের সমান পদ অধিকার করতে তাঁর বহু বৎসর লাগল। সেই পদ অধিকার করার পর তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল, বশিষ্ঠ মুণির বিরোধিতা করে তাঁকে পরাস্ত করা।



সুন্দ ও উপসুন্দ

সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুজন অসুর রাজপুত্র ছিল। এই দুই ভায়ের চেহারায় খুব মিল ছিল ও তারা দু'জনেই খুব শক্তিমান। সেই শক্তির বলে তারা নানা প্রকার আশ্চর্য কাজ করে লোকদের দেখাতো। বলা হ'ত, তারা দুজনেই একটি হাতীকে লেজে ধরে তুলে পাক দিয়ে বেশ কয়েক মাইল ছুঁড়ে ফেলতে পারত।

সুন্দ ও উপসুন্দের পরস্পারের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে, কোন কারণেই তাদের সদ্ভাব নষ্ট হত না। তারা দু'জনেই ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তারা চাইত তারা এই বিশ্বের সর্বেসর্বা অধিপতি হবে। শুধু মর্তের রাজারা নয় স্বর্গের দেবতারাও তাদের অনুগত হবেন এই ছিল তাদের বাসনা। তারা এই বিষয়ে বহু চিন্তা করে বুঝতে পারল, কোন দেবতা সাহায্য করলে তবেই এই বাসনা পূর্ণ হতে পারবে। কিন্তু কোন্ দেবতার সাহায্য চাইবে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু না শিব? এদের মধ্যে কে সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বাসনা পূর্ণ হবার আশীর্বাদ করবে? তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করল, তারা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

এরপর তারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তপস্যা করার আয়োজন করল। একটি গভীর বনে গিয়ে তারা তপস্যা করতে বসল। সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তারা মাসের পর মাস গভীর ধ্যানে মগ্ন রইল।

অসুর ভাইদের তপস্যার খবরে ইন্দ্র সুখী হ'তে পারলেন না। তাঁর ভয় হ'ল যে তারা হয়তো কোন শক্তিশালী দেবতার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে সেই শক্তির বলে তাকে স্বর্গরাজ্যচ্যুত করবে। ইন্দ্র তাই তাদের তপস্যায় বাধা দিতে চাইলেন। তিনি অসুরদের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য অনুচরদের সঙ্গে দিয়ে স্বর্গের অপ্সরাদের পাঠালেন। অসুরদের তপস্যায় বাধা দেবার জন্য ইন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুন্দ ও উপসুন্দ কিন্তু তাদের সঙ্কল্পে স্থির থেকে ধ্যান ও প্রার্থনায় মগ্ন রইল।

অবশেষে ব্রহ্মা তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও ধ্যানে প্রীত হলেন। তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আমি তোমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি বল।"

দু'ভাই-ই নিবেদন করল, "আমরা ইন্দ্রের মতন পদ লাভ করতে চাই।"

"আমি দুঃখিত, তা সম্ভব নয়। ইন্দ্র হলেন দেবতা। কেউ তার সমকক্ষ হবার আশা করতে পারে না। তোমরা অন্য কোন বর চাও।"



"আপনার কথায় আমাদের আশা ভঙ্গ হল। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট নই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বজয়ী হবার। আমাদের সেই শক্তি আছে। আপনি দয়া করে আমাদের এই বর দিন যে কোন মানুষ বা দেবতা আমাদের মারতে পারবে না। যদি একান্তই আমাদের মৃত্যু হয় আমরা যেন পরস্পরের হাতে মরি।"

তারা পরস্পরকে খুবই ভালবাসত কাজেই তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে তারা কখনই ঝগড়া করে একে অন্যকে বধ করবে না।

"তথাস্তু! আমি তোমাদের প্রার্থিত বর দান করলাম। তোমাদের কেউই মারতে পারবে না। তোমরা কেবল পরস্পরের দ্বারা নিহত হবে।

অসুর ভাইয়েরা বর লাভ করে খুশী হয়ে প্রাসাদে ফিরে সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাদের এই শান্তিপূর্ণ জীবন লাগল বড়ই একঘেয়ে। তারা স্থির করল তারা অন্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।



তারা স্থির করল প্রথমে তারা সমস্ত পৃথিবীর প্রভু হবে তারপর দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করবে। সে একাই কেন সব সুখ-সুবিধা ভোগ করবে?

শীঘ্রই অসুর ভ্রাতৃদ্বয় অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত রাজাদের একে একে হত্যা করল, তাদের রাজধানী ধ্বংস করল, তাদের ধনরত্ন লুট করে, সুন্দরী স্ত্রীলোকদের বন্দিনী করে নিজেদের রাজধানীতে নিয়ে গেল।

এই ভাবে অসুর ভ্রাতৃদ্বয় হ'ল পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। এমন কেউ ছিল না যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে। তাদের সব কথাই নির্বিচারে মেনে নিতে হ'ত সকলকে। তারা সুখে এই আধিপত্য ভোগ করতে লাগল। তাদের ইচ্ছা হল কয়েকজন দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। ইন্দ্র তাদের তপস্যায় বাধা দিয়েছিলেন ব'লে প্রথমে তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থির করল। দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করার জন্য তারা প্রস্তুত হতে লাগল।

পৃথিবীর অধিবাসীরাতো ছিলেনই, স্বর্গের দেবতারাও অসুর ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। সকলেই তাদের ভয় করত, কারুরই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ছিল না।

অনেক দেবতা ও ঋষিরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে সুন্দ ও উপসুন্দের দুষ্কার্যের অনুযোগ করলেন। তাঁদের কথা শুনে ব্রহ্মা হেসে বললেন, "অসুর ভ্রাতাদের কোন কাজই আমার অজানা নেই। একটু ধৈর্য ধর, আমি জগৎকে এই অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ করবার চেষ্টা করি।"

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করে তাঁর সৃজন শক্তি দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। তিনি তার নাম দিলেন "তিলোত্তমা"। সে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু! আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আমার কি বিশেষ কোন কাজ আছে? আমি আপনার আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত।"

"তিলোত্তমে, আমার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা মনোহারিণী নারী। তুমি অনায়াসেই মর্তের মানুষদের ও স্বর্গের দেবতাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর ভ্রাতা আছে। তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমন কি স্বর্গেও উপদ্রব করছে। আমি তাদের বর দিয়েছিলাম যে তাদের কোন মানুষ বা দেবতার হাতে মৃত্যু হবে না, তারা পরস্পরের হাতে মরবে। কিন্তু এই দুই ভাইয়ের মধ্যে এত গভীর ভালবাসা যে একে অন্যের কোন ক্ষতি করবে না। তুমি তাদের ওখানে যাও। তুমি তাদের মধ্যে এমন অসদ্ভাবের সৃষ্টি কর যে তারা ঝগড়া করে, একে অন্যকে বধ করে।"

"আপনার আদেশ পালিত হবে", এই বলে তিলোত্তমা সেখান থেকে যাবার উদ্যোগ করল। দেবরাজ ইন্দ্র তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পিছনে পিছনে আসছেন দেখে তিলোত্তমা তাঁকে বলল যে তার উদ্দেশ্য সাধন করে সে তাঁর সাথে দেখা করবে।

অসুরেরা তাদের প্রমোদ উদ্যানে অনেক সুন্দরী নারীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত। নাচ ও গান চলছিল। হঠাৎ একটি গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল, তিলোত্তমা।

সুন্দ প্রশ্ন করল, "এ কে ?"

"এ কে ? একে তো এর আগে কখনো দেখিনি," বলল উপসুন্দ।

"আমি তিলোত্তমা, আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আমি শুধু দেখতে এসেছি এখানে কি হচ্ছে।"

"তিলোত্তমে, তোমাকে আমরা স্বাগত করছি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পার। অর্থ, গহণা, দামী দামী পোষাক যা চাইবে তাই পাবে। তোমার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এরকম শত শত দাস দাসী এবং এছাড়া তুমি যা চাইবে আমরা তোমাকে তাই দেব।"

"আমাকে কিছুক্ষণ এবিষয়ে চিন্তা করবার সময় দাও তোমরা।"

সুন্দ বলে উঠল, "এতে চিন্তা করবার কি আছে ? আমি বড় ভাই, তুমি আমার স্ত্রী হবে।"

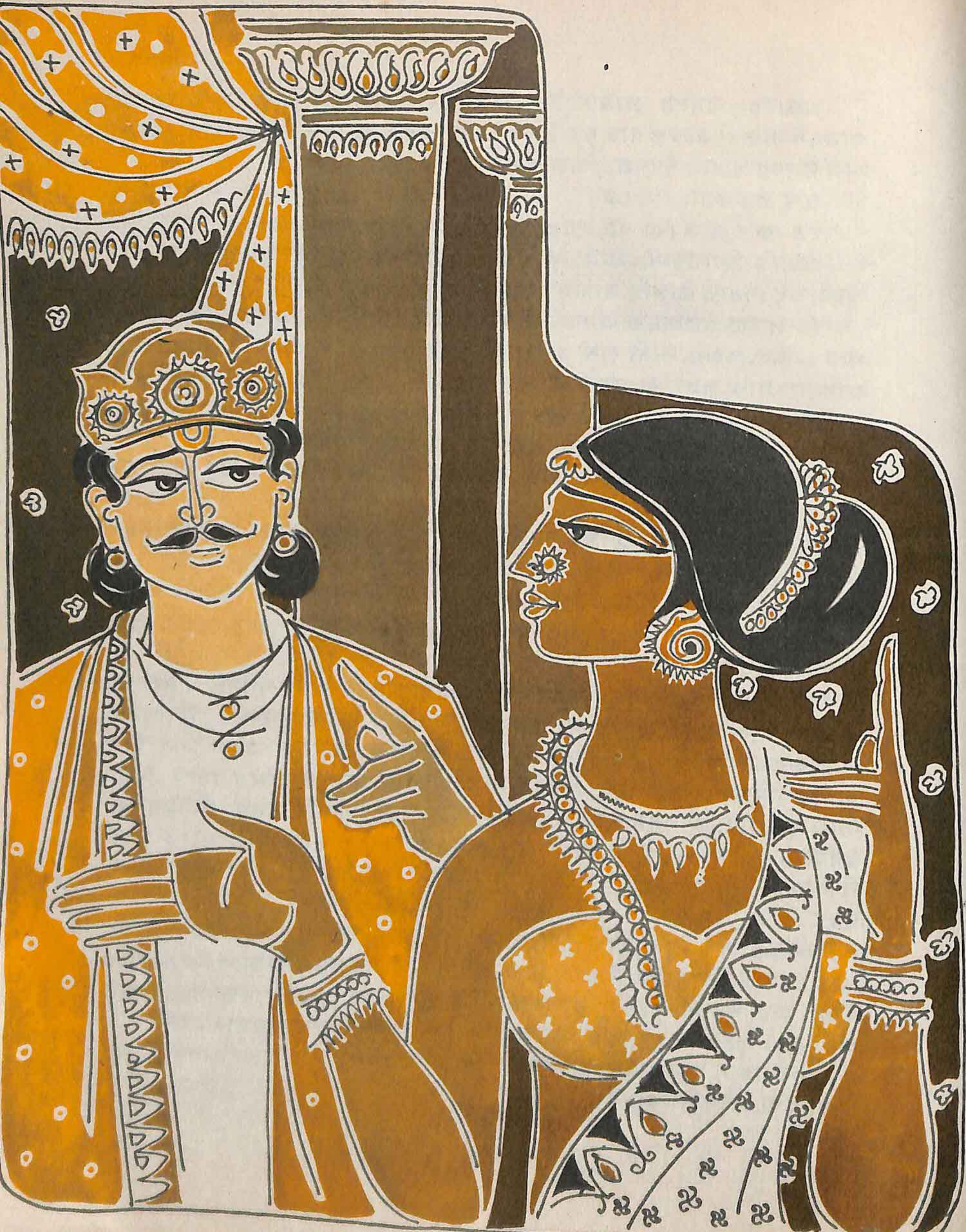
"সুন্দ, ওকে নিজেকেই স্থির করতে দাও ও কাকে বিয়ে করবে। ও ভেবে দেখুক তোমার ও আমার মধ্যে কে ওর স্বামী হবার উপযুক্ত।

"বিয়ের কথা আপাততঃ তোমরা ভুলে যাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। আমি প্রথমে কিছু আহার করব, তারপর অন্যান্য রমনীদের সঙ্গে এখানে খেলায় যোগ দেব, তারপর অন্য কথা।"

অসুর ভাইয়েরা তিলোত্তমার জন্য খাবার আনার আদেশ দিল। শত শত দাসেরা নানাপ্রকার সুস্বাদু খাবার সেখানে এনে সাজিয়ে দিল। তিলোত্তমা আহার করতে শুরু করল ও সেইসঙ্গে অসুর ভাইদের অনুরোধ করল তার সঙ্গে তারাও আহার করে। খুব খুশী হয়ে তারা তার সঙ্গে ভোজনে যোগ দিল। তিলোত্তমা ছিল অভিনয় পটিয়সী। তার অভিনয়ে দু'ভাই-ই মনে করছিল এই স্বর্গাঙ্গনা তাকেই বেশী পছন্দ করে; আর সুযোগ খুঁজছিল কি ভাবে তারা তিলোত্তমাকে একান্তে পাবে যাতে তাকে নিজের হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করতে পারে।

আহার পর্ব শেষ হ'লে তিলোত্তমা অন্য রমনীদের সঙ্গে নৃত্য গীত ও বিবিধ খেলায় যোগ দিল। সুন্দ, উপসুন্দ দু'জনেই খুব চেষ্টা করছিল কিভাবে তিলোত্তমার নজর তার উপরই পড়ে। তিলোত্তমাও তাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক দেখা করতে চাইছিল। হঠাৎ সে বড় ভাই সুন্দের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেল।

সুন্দ বলল, "তুমি আমার প্রিয়া। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যা চাও তাই, আমি তোমাকে দেব।"



"আমিও তোমাকে খুব পছন্দ করি কিন্তু তোমার ছোট ভাই আমাকে বলেছে, সে আমাকে তোমার চেয়েও বেশী ভালবাসে।"

"অসম্ভব! উপসুন্দ একটা বোকা, কি বলছে তা' সে নিজেই জানে না।"

"তোমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য আমায় কিছু সময় দাও", একথা বলে তিলোত্তমা সেখান থেকে সরে গেল।

এবার উপসুন্দ তার সাথে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেল।

"প্রেয়সি, তিলোত্তমে! আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে এখনই আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।"

"আমার মনে হয় আমিও তোমাকে খুব পছন্দ করি, কিন্তু তোমার বড় ভাই-এর তা পছন্দ নয়। সত্যি বলতে কি সে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমি যখন তাকে তোমার প্রতি আমার অনুরাগের কথা জানালাম, শুনে সে ক্ষিপ্ত হ'ল ও আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, যে সে তোমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ! সুন্দ একথা বলেছে? তা হ'লে তাকে বল যে তুমি একমাত্র আমাকেই ভালবাস।"

"আমি তা কি করে বলতে পারি? তোমরা দু'জনেই সুন্দর ও সব বিষয়ে সমান। একথা বললে সুন্দ আমাকে বিশ্বাস নাও করতে পারে।"

"ভাল কথা, আমি সুন্দকে তোমার কথা বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব।"

অসুর ভ্রাতাদের সজাগ দৃষ্টির সামনে তিলোত্তমা আরও কিছুক্ষণ নাচ গান করল। নাচ গান সেরে সে যখন তাদের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল, সুন্দ উপসুন্দ তার সঙ্গে গেল।

যখন তারা সকলে প্রাসাদের সভাগৃহে পৌঁছল তখন বড় ভাই সুন্দ ছোট ভাইকে বলল, "ভাই তোমাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি তিলোত্তমাকে বিয়ে করব।"

উপসুন্দ বলে উঠল, "বাজে কথা, আমি আগেই তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছি এবং আমিই ওকে বিয়ে করব।"

সুন্দ চীৎকার করে উঠল, "কোন্ অধিকারে তুমি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছ? আমি তোমার বড় ভাই, তুমি আমার আদেশ মত চলবে।"

"আমরা দু'ভাই-ই সব বিষয়ে সমান," উপসুন্দ, সুন্দকে জানাল।

"আমি আমার ভাইয়ের জন্য তিলোত্তমাকে ত্যাগ করব না।"

"উপসুন্দ, তুমি আবার চিন্তা করে দেখ। আমি স্থির করেছি আমি ওকে বিবাহ করব।"

"যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমি অন্য কাউকেই ওকে স্পর্শ করতে দেব না। সে আমার, আমি তার," উপসুন্দ জোর দিয়ে বলল।



"তাহ'লে শোন উপসুন্দ, যে কেউ ওকে দাবী করবে আমি তাকে হত্যা করব কারণ তিলোত্তমা আমার ও আমি তিলোত্তমার।"

"আমিও এতটা শক্তি রাখি, যে আমার ও তিলোত্তমার মাঝে যে আসবে, তাকে শেষ করে দেব।"

সুন্দ তাকে বিদ্রূপ করল, "আমার ও আমার প্রেয়সীর মাঝে যে আসবে তাকে ধ্বংস করবার মত শক্তি রাখি।"

একথা শুনে ছোট ভাই গর্জে উঠল, "বড় বড় কথা বন্ধ কর। আমার ভালবাসার জন্য আমি তোমাকে হত্যা করব।"

বড় ভাই তার জবাবে বলল, "আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব যদি আবার উচ্চারণ করো যে তুমি তিলোত্তমাকে চাও।"

"দেখা যাক্ কে তিলোত্তমাকে জিতে নিতে পারে।"

দু'জনেই তারা লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হল।

"তোমরা কি আমার জন্য ঝগড়া করছ? সত্যই তোমরা দু'রাজকুমারই ভাল, কিন্তু আমি তো দু'জনকে বিয়ে করতে পারি না। তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা কিন্তু তোমরা তো ঝগড়া শুরু করে দিলে। আমি বরং দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে যাই। আমি তেমন পছন্দ না করলেও ইন্দ্র বলেছিলেন তিনি আমায় ভালবাসেন।"

একথা শোনামাত্র দু'ভাই একসঙ্গে তাকে অনুনয় করল, "দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে যেও না। আমায় বিয়ে কর।"

একে অন্যের কথা শুনে তারা পরস্পরকে ধমকাল, "চুপ কর। বোকার মত কথা বলিস্ না।"

সুন্দ বলল, "তুই চুপ কর।"

"তবেরে আমি তোকে চুপ করাচ্ছি।" এই বলে উপসুন্দ চীৎকার করে উঠল।

এইভাবে কথা কাটাকাটি করে তারা আবার লড়াই শুরু করল।

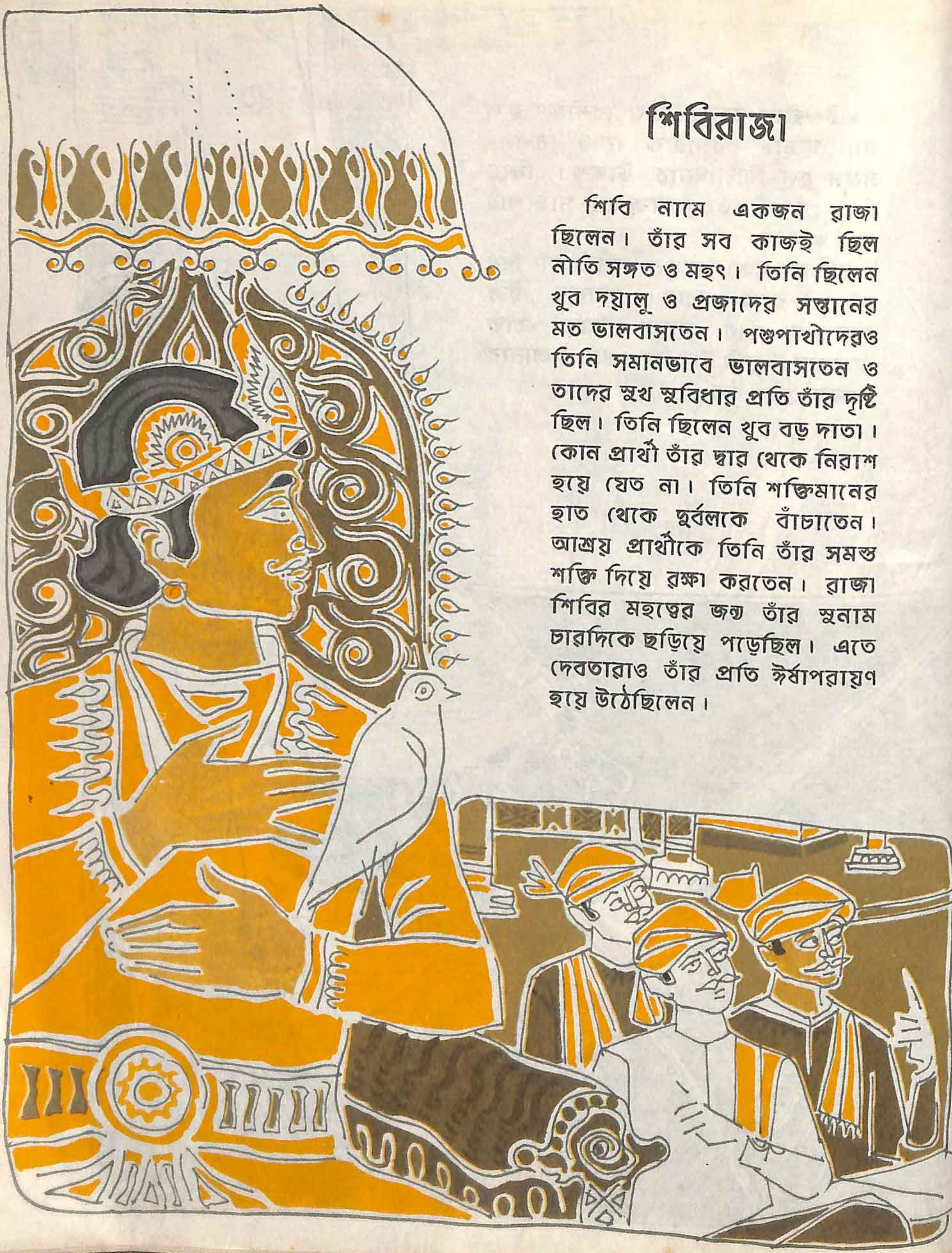


এই ভীষণ লড়াই কিন্তু বেশীক্ষণ হ'ল না। দু'ভাই পরস্পরকে মেরে ফেলল। সফল হল তিলোত্তমার উদ্দেশ্য। ফিরে গিয়ে সে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তার সাফল্যের কথা জানাল।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বললেন, "আমি জানতাম তুমি এ কাজ পারবে। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে তাঁর সভায় নিয়ে যেতে এসেছেন। তুমি তাঁর সাথে যাও ও আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।"



শিবিরাজা



শিবি নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর সব কাজই ছিল নীতি সঙ্গত ও মহৎ। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু ও প্রজাদের সন্তানের মত ভালবাসতেন। পশুপাখীদেরও তিনি সমানভাবে ভালবাসতেন ও তাদের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেন খুব বড় দাতা। কোন প্রার্থী তাঁর দ্বার থেকে নিরাশ হয়ে যেত না। তিনি শক্তিমানের হাত থেকে দুর্বলকে বাঁচাতেন। আশ্রয় প্রার্থীকে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করতেন। রাজা শিবির মহত্ত্বের জন্য তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে দেবতারাও তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন।



একদিন রাজা শিবি সভায় বসেছিলেন এমন সময় একটি কপোত সেখানে উড়ে এল। খুব ভয়ার্ত হয়ে সে আশ্রয় নিল রাজার কোলে। রাজার কাছে প্রার্থনা জানাল, “হে রাজন্! আমাকে আমার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করুন। আমাকে মারবার জন্য সে আমার পিছনে আসছে।”

“তুমি ভয় পেয়না,” রাজা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “এখানে যে আশ্রয় নেয় তার কোন ভয় থাকে না।”

যে বড় বাজপাখীটি কপোতটিকে তাড়া করেছিল সে সেখানে উপস্থিত হ'ল ও সে রাজার আশ্বাসবাণী শুনতে পেল। সে রাজাকে বলল, “এই পাখীটি আমার খাদ্য। আপনি আমার ন্যায়সঙ্গত ভাবে বধ্য পাখীটিকে আশ্রয় দেবেন না। আমি কঠোর পরিশ্রমের ফলে এটিকে পেয়েছি। হে, রাজন্! আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে আমার খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমার জিনিষ কেড়ে নেওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই। মানুষদের কথা স্বতন্ত্র, আকাশচারী পাখীরা স্বাধীন।



আপনি তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমি ক্ষুধায় মরবার পূর্বেই আপনি এই কপোতটিকে আমায় সমর্পণ করুন।"

রাজা উত্তর দিলেন, "যদি তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে থাক, তবে আমি তোমার জন্য ষাঁড়, শূকর অথবা হরিণের মাংস জোগাড় করে দিচ্ছি। এই ছোট কপোতটির মাংসের থেকে তা বেশী সুস্বাদু হবে।

"আমি ষাঁড় শূকর অথবা হরিণের মাংস খাই না। কপোতের মাংসই আমার স্বাভাবিক খাদ্য এবং আমার পছন্দ মত খাবারই আমি চাই।" বাজপাখী এই কথা বলে রাজার কথার প্রত্যুত্তর দিল।

তোমার পছন্দ মত অন্য খাদ্য নিশ্চয়ই আছে। যদি তুমি অন্য কোন খাদ্যের কথা বল তবে আমি তোমাকে তা' দেব। দয়া করে পাখীটিকে ছেড়ে দাও।

"রাজা! তোমার যদি কপোতটির প্রতি এতই ভালবাসা তবে তোমার শরীর থেকে পাখীটির সমান ওজনের মাংস কেটে আমায় দাও।"

"ধন্য তোমার মহানুভবতা। হে দয়াল তুমি ধন্য। তুমি যা বলেছ তাই হবে।" —এই কথা বলে শিবিরাজা একটি দাঁড়িপাল্লা ও একটি ধারাল ছুরি আনতে আদেশ দিলেন। তিনি দাঁড়িপাল্লার একদিকে কপোতটিকে বসালেন ও অন্যদিকে নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে দিতে লাগলেন যাতে পাখীটির সমান ওজন হয়। রাজার এই কাজ দেখে রাণী, মন্ত্রীগণ ও ভৃত্যেরা খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু রাজা তাদের শান্ত হতে বললেন। এটা তাঁর কর্তব্য—তিনি তা পালন করছেন মাত্র—

তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল। রাজা শিবি নিজের বাহু ও উরু থেকে মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লা ভরিয়ে দিলেও কপোতটির সমান তার ওজন হ'ল না। রাজার দেহ থেকে আরও মাংস কেটে দেওয়া হ'ল তবুও কপোতটিই ভারী হ'ল। রাজা আশ্চর্য হলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই দাঁড়িপাল্লায় উঠে বসলেন। তখন দু'দিক সমান হ'ল। তিনি বাজপাখীকে তাঁকে খেতে বললেন। কি আশ্চর্য বাজপাখী এবং কপোতটি দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাখীরা অদৃশ্য হ'লে তাদের জায়গায় দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নিদেব আবির্ভূত হলেন। তাঁরা রাজার শরীরের ক্ষত সারিয়ে দিলেন।

দেবতারা শিবিরাজকে বললেন "তাঁরা কপোত ও বাজপাখীর রূপ ধরে শিবিরাজকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন।" তাঁরা রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন,—

"তুমি অতি মহৎ ও দয়ালু। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন লোকে তোমার নাম স্মরণ করবে।"

রাজা তাদের প্রণাম করে ধন্যবাদ জানালে দেবতারা আবার তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন।



B 40
Rs. 9.50

ISBN 81-7011-346-6